খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
বড়দিন
২০২৫ বিদায়, ২০২৬ এর আহ্বান
বড় দিন কেন পালিত হয় ?
বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য
ক্রিসমাস ট্রি ও তার তাৎপর্য্য

North Bengal Diabetes Awareness Society

Estd : 15th December 2015

"Sweet Enough Already: Taking Charge on World Diabetes Day"

Dear Fellow Citizens,

On this World Diabetes Day, let's take a moment to talk about something that touches millions of lives across the globe—diabetes. It's a growing health challenge, but the good news is that with a little awareness and some smart lifestyle choices, we can all take steps to prevent it or manage it better.

Did you know that China currently has the highest number of people living with diabetes, followed by India? This shows how widespread the condition has become, and why awareness and education are so important—not just for individuals, but for entire communities.

Here are some simple but powerful ways to protect yourself and your loved ones:

- Eat smart: Fill your plate with colorful fruits, fresh vegetables, whole grains, and lean proteins.
- Move more: Try to get at least 150 minutes of moderate exercise each week—walking, cycling, dancing, or anything that gets you moving.
- Watch your weight: Maintaining a healthy weight can greatly reduce your risk.
- Cut down on sugar: Limit sugary snacks and drinks; your body will thank you for it.
- Check your blood sugar regularly, especially if diabetes runs in your family.
- Quit smoking and limit alcohol, as both can increase your risk.
- Drink plenty of water to keep your body balanced and energized.
- Sleep well and manage stress—your mental health matters just as much as your physical health.
- Talk about it! Encourage your friends and family to get regular health check-ups and make small, sustainable lifestyle changes together.

Remember, prevention is always better than cure. Small steps taken today can lead to a healthier, happier tomorrow. Let's pledge to make mindful choices, spread awareness, and support each other in building a diabetes-free future.

Stay healthy, stay aware, and take care of yourself and your loved ones.

Jai Hind!

With regards,
North Bengal Diabetes Awareness Society.
Siliguri.

Er. Vaskar Biswas

Civil Engineer & Govt. Valuer

Contact Nos :
+91-94741-01321, 98320-68560
email : creatorvb@rediffmail.com
94, S.N. Bose Road, Deshbandhupara, Siliguri-734004

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

TERAI INTERNATIONAL SCHOOL

শান্তিনিকেতনের মডেল এ একটি আদর্শ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়

SCHOOL CODE: 19210203803

স্থাপিত - ২০২০

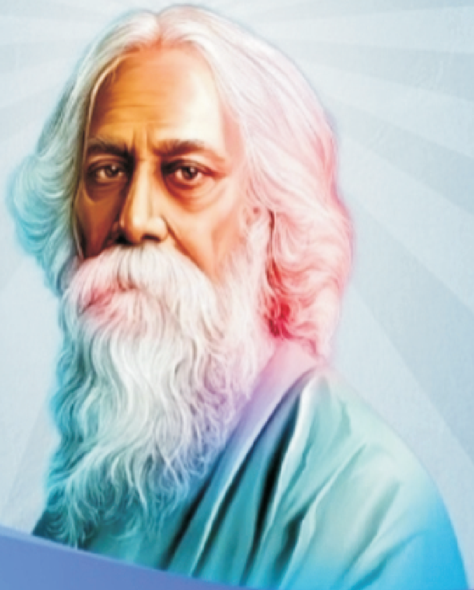

Dudha Jote, Tanjhora Bagan, Kharibari, Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., Pin - 734427

9932367700, 9734965214,8653342903 | terai.tis@gmail.com | www.tischool.in

Salvation
ADVENTURE CAMP
BE IN THE LAP OF NATURE.
INTRODUCE
পাহাড়ের কোলে
চড়ুইভাতি
Breakfast
IDLY + SAMBAR
OR
PURI + SABJI
OR
POHA/BREAD + JAM
EGG BOIL
SWEETS/PAYESH
BANANA
TEA
Before Lunch
VEG PAKORA + MOMO
ORANGE
COFFEE
Refreshing
MASALA COLDRINKS
Lunch
SALAD
BHAJI OF THE DAY
JEERA RICE
VEG DAL
SEASONAL VEGETABLE
PABDA JHAL (SARSE / JHAL)
VEG PULAO
MUTTON KASHA
CHATNI
PAPAD
DOI
MISTI
PAAN MASALA
HAJMOLA
Tariff
₹789/-
Minimum Pax - 30
EXPLORE
PLAN A
PICNIC
WE PROVIDE
BREAKFAST, STARTER BEFORE LUNCH,
LUNCH, CAMP FIRE, SOUND SYSTEM
CUSTOMIZATION
PACKAGE
AVAILABLE
A PROJECT BY
BENGAL
FOR ENQUIRY
97337 14747 I 97493 10138
NEAR SHIV MANDIR, MUKTIKHOLA, DUDHIYA

DARJEELING PUBLIC SCHOOL
तमसो मा ज्योतिर्गमय
DARJEELING
PUBLIC SCHOOL
(A VALUE BASED SENIOR SECONDARY CBSE SCHOOL)
CBSE AFFILIATION CODE: 2430156 | ISO 9001:2015 CERTIFIED
1st NEP COMPLIANT SCHOOL IN W.B.
DARJEELING PUBLIC SCHOOL
wishes everyone
MERRY CHRISTMAS
and a
HAPPY NEW YEAR 2026
SCIENCE
COMMERCE
HUMANITIES
VOCATIONALS
90647-95034
78640-05237
70290-95802
FULBARI, SILIGURI

খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355

Monthly Magazine

Vol. IX Issue-5

1st December-31st December 2025 CHRISTMAS

নবম বর্ষ-সংখ্যা-৫ বড়দিন, ৯ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ডিসেম্বর ২০২৫ বড়দিন

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাপ্পালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh

Sub Editor : Arpita Dey Sarkar

Cover : Sanjoy Kr. Shah

Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্ত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA

Aurobinda Pally, Siliguri

e-mail : bapighosh300@gmail.com

Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব

সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

২০২৫ এর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঃ বড়দিন ও নতুন বছরের দ্বারপ্রান্তে মানবতার আহ্বান.......পুলক ঘোষ..................০৩
ঈশ্বর সবসময় আছে সকলের সঙ্গে....অনিন্দিতা চ্যাটার্জী............০৪
নবান্ন উৎসব..................কবিতা বনিক.......................................০৫
আজকের সময়েও কেন গুরুত্বপূর্ণ যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন ?বিশ্বনাথ পাল.........০৬
২০২৫ বিদায়, ২০২৬ এর আহ্বান...................বিশ্বজিৎ দত্ত.......০৭
বড় দিন কেন পালিত হয় ?................পাপ্পালি চক্রবর্তী.............০৭
নতুন বছর ২০২৬-স্বাগত.................নবারুন সরকার.............০৮
চলতি শতকের বয়স ২৫, আমরা কি সাবালক হলাম ?...........বাপি ঘোষ......০৯
বেকার সমস্যা দূরীকরনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে......আশীষ ঘোষ.......১০
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর..................১১
বড়দিনকে সামনে রেখে বাইবেলের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী.........১৩
সাক্ষাতকার ঃ বাইবেল ও বাংলা সাহিত্যে দুবার পুরস্কৃত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে খবরের ঘন্টার মুখোমুখি..১৪
নতুন বছরের ভাবনায়..........সুজিত ঘোষ.................................৩০
নতুন বছরের মঙ্গল কামনা.........................ভাস্কর বিশ্বাস..........৩২
বড় দিন-সময়ের নির্ঘন্টে নয় কিন্তু হৃদয়ের প্রসারতায় দীর্ঘ...চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী...৩৩
আমার পাড়ায় আমিই সেরা.........................মিতা সেন..............৩৫
নতুন বছরের ভাবনা.........................নির্মল কুমার পাল.............৩৭
ক্রিসমাস ট্রি ও তার তাৎপর্য্য....আর্চ বিশপ ভিনসেন্ট আইন্ড........৩৯
শিক্ষার্থীদের প্রতি.............রিঙ্কু মিত্র (পাল)...........................১৮
এত দ্বেষ..........................অশোক পাল.................................২০
বিশ্বশান্তির বার্তা..........................ডঃ অসমঞ্জ সরকার............২০
মুখোমুখি..........................গোলাপ বর্মন...............................২২
তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে শিশু দিবস ও মহামিলন সমাবেশ.....২২
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে শিলিগুড়িতে বর্ণাঢ্য ওয়াকাথন ঃ থিম নো মোর, ডু মোর ফর ডায়াবেটিস অ্যাট ওয়ার্ক........................২৪
কলাঙ্গনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রম জীবনের জীবনগাঁথা..২৬
বার্লিন কফি হাউসে বড়দিনের কেক মিক্সিং সেরিমানি................২৭
বড় দিনে তরুন সমাজের জন্য প্রার্থনা.......................................২৭
ঘাড়-কোমর-হাঁটুর ব্যথার চিকিৎসায় ফিজিও থেরাপিস্ট জনসন................২৮
পরিবেশ সচেতনতা ও সুস্থ সংস্কৃতির বার্তা নিয়ে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা..২৯
শিলিগুড়িতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছবে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে রান্না খাবার...৩১
ভাঙন রুখতে প্রেমই সবচেয়ে বড় শক্তি...৩৬
২৫ ডিসেম্বর-বড় দিন ও ব্যারলের আনন্দ.....................................৩৬
শিলিগুড়িতে বিশ্ববিখ্যাত জিউ-জিৎসু প্রশিক্ষক মিকো হাইটোনেন, শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণায় ভরপুর বিশেষ সফর.................৩৮
শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক জিউ-জিৎসু প্রশিক্ষক মিকো হাইটোনেন, বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির..৩৮
রাজস্থান থেকে উত্তরবঙ্গ ঃ ঘোমটা পরা এক নারীর অদম্য লড়াইয়ে শিক্ষিত হল কন্যারা..৪০

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

সম্পাদকীয়

আলোয় ভরুক মানবতা - বড় দিন ও নতুন বছর ২০২৬ এর প্রাক্কালে আমাদের অঙ্গীকার

বছরের শেষ প্রান্তে এসে পৃথিবীর আকাশে আবারও জ্বলে উঠেছে শান্তির তারা। বড়দিনের কোমল আলো আর নতুন বছরের প্রত্যাশাময় ভোর যেন মানবতার হৃদয়ে নতুন করে আশা, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার সুর তোলে। এই শুভ সময় আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- অন্ধকার যতই গভীর হোক, একটি ছোট্ট দীপশিখাও তার ঠান্ডা হারাতে পারে। খবরের ঘন্টা জন্মলগ্ন থেকেই এই আলো-কে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে--সমাজের গভীরে, মানুষের ব্যথার কাছে--মানবিকতার প্রতিটি স্পর্শে। আমরা বিশ্বাস করি,'' ইতিবাচক সংবাদই সমাজকে বাঁচায়, মানুষকে বদলায়।" প্রভু যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন আমাদের শেখায়, '' তোমরা জগতের আলো।"(ম্যাথিউ ৫ঃ১৪) আমাদের অস্তিত্বের সত্য এটাই--যতক্ষন আমরা আলো ছড়াতে থাকি, পৃথিবী কখনো সম্পূর্ন অন্ধকারে ঢেকে যেতে পারে না। খবরের ঘন্টা সেই আলোকে বহন করতে চায় সাংবাদিকতার ভাষায়--''নেতিবাচকতার ওপরে মানবিকতা , ক্ষয়িষ্ণু খবরের ওপরে জীবনমুখী সংবাদ, ঘৃণার ওপরে ভালোবাসা। নতুন বছর ২০২৬এর প্রতীক্ষায় ঃ নতুন বছর কখনো শুধুই দিনপঞ্জির বদল নয়, এটি মানুষের হৃদয়ের নবজাগরন। একটি বছর আমাদের সবার মতোই পৃথিবীকেও অনেক কিছু শিখিয়ে যায়-- কোথায় দুর্বলতা, কোথায় সম্ভাবনা, কোথায় উন্নতির রাস্তা খোলা। ২০২৬ এ পা দেওয়ার আগে তাই আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত-- নিজেকে বদলানো, সমাজকে বদলানো, আর সর্বোপরি মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

২০২৫ আমাদের কি শিখিয়েছে? ঃ চ্যালেঞ্জ ছিল, সঙ্কট ছিলো, হতাশা ছিলো-- তবু মানবতার আকাশ কখনো নিভে যায়নি। প্রতিটি সমস্যার মধ্যে অসংখ্য মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছেন অন্যের হাতে হাত রেখে। এই শক্তি-- এই একতা-- এই সহমর্মিতাই ২০২৬ এর পথ চলার মূল ভিত্তি। সাংবাদিকতার দায়িত্ব-- সমাজের আয়না নয়, সমাজের মশাল হওয়া ঃ খবরের ঘন্টা আজ অবধি চেষ্টা করেছে-- কাঁদতে থাকা মুখে হাসি ফেরানোর, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, প্রত্যাশার পথ দেখানোর। আমরা বিশ্বাস করি-- সংবাদ শুধু তথ্য নয়, সংবাদ সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার শক্তি। তাই আমরা নেতিবাচকতার ভিড়ে দাঁড়িয়ে ইতিবাচকের পতাকা তুলে ধরেছি এবং ভবিষ্যতেও তা-ই করব।

আমাদের বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা

এই সময়ে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই-- যাঁরা আমাদের প্রিন্ট ও ডিজিটাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এই আলোকযাত্রায় অংশ নিয়েছেন। আপনারা শুধু এক সংবাদমাধ্যমকে টিকিয়ে রাখেন না, একটি ইতিবাচক সমাজবিপ্লবের সহযোদ্ধা হয়ে ওঠেন।

২০২৬কে স্বাগত ঃ আমাদের অঙ্গীকার

মানবিকতা হবে আমাদের পথনির্দেশক। ইতিবাচক সংবাদই হবে আমাদের শক্তি। সত্য হবে আমাদের মেরুদন্ড। সমাজের প্রতিটি স্তরে আলো ছড়ানো হবে আমাদের দায়িত্ব।

যীশুখ্রিস্ট বলেছেন,'' শান্তি তোমাদের সঙ্গে থাকুক "। (জন ২০ ঃ ২১)। এই শান্তিই আমরা পৌঁছে দিতে চাই-- প্রতিটি পরিবারে, প্রতিটি পাঠকের মনে, প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রতিটি প্রহরে।

বড়দিনের আলো এবং নতুন বছরের ভোর আমাদের মনে করিয়ে দেয়--মানুষ মানুষের জন্য, আলো কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, আলো ভাগ করে নিলেই পৃথিবী আলোকিত হয়।

২০২৬ হোক-- শান্তির বছর, মানবতার বছর, আশার বছর। খবরের ঘন্টা সেই আশার আলো হাতে আপনাদের সঙ্গে পথচলা অব্যাহত রাখবে। সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা ও নতুন বছরের আগাম প্রীতি ও শুভ কামনা।

২০২৫ এর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঃ বড় দিন ও নতুন বছরের দ্বারপ্রান্তে মানবতার আহ্বান

পুলক ঘোষ

২০২৫ সালের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে বিশ্ব আজ এক জটিল সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ, উদ্বাস্তু সঙ্কট, জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা মানবসভ্যতাকে বারবার প্রশ্নের মুখে ফেলছে। জাতীয় স্তরে আমরা দেখছি মূল্যবৃদ্ধি, সামাজিক বিভাজন, সহনশীলতার অভাব ও নৈতিক অবক্ষয়ের ছায়া। আর স্থানীয় প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের জীবনে বেড়েছে টিঁকে থাকার লড়াই, কর্মসংস্থানের টানাপোড়েন এবং পারস্পরিক আস্থার সঙ্কট। এমন এক সময়ে ২০২৬ সাল আমাদের সামনে নতুন আশার দ্বার খুলে দিচ্ছে, আর বড়দিন হয়ে উঠছে আলোর এক অনন্য প্রতীক। যিশুখ্রিস্টের জন্ম কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি মানবতার জন্য শান্তি, ক্ষমা ও প্রেমের চিরন্তন বার্তা।

আজকের অস্থির বিশ্বের প্রেক্ষাপটে যিশুর সেই অমূল্য বাণী নতুন করে আমাদের পথ দেখায়,“ ধন্য তারা, যারা শান্তি স্থাপন করে, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে। ” এই বাণী যেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীর জন্য এক স্পষ্ট নির্দেশনা। যখন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ, সীমান্তে রক্তপাত, তখন শান্তি প্রতিষ্ঠাই হয়ে ওঠে মানবতার সবচেয়ে বড় সাধনা। আর যখন সমাজে বেড়ে চলেছে ঘৃণা ও বিভাজন, তখন যিশুর আরেক বাণী আমাদের মনে করিয়ে দেয়--“ তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো। ” এই শিক্ষা জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে পারে, যদি আমরা সত্যিই তা হৃদয়ে গ্রহণ করি।

২০২৫ সালে বিশ্ব জুড়ে আমরা দেখেছি প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি, কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়েছে একাকীত্ব, মানসিক অবসাদ ও সম্পর্কের শূন্যতা। এই প্রেক্ষিতে যিশু বলেন, “ আমি জগতের আলো, যে আমায় অনুসরন করে সে কখনো অন্ধকারে চলবে না। ’ এই আলো কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, এটি নৈতিক পথ চলার প্রতীক -- যেখানে মানবতা, সহমর্মিতা ও সত্যের জয় নিশ্চিত হয়।

সকলকে বড়দিন ও ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ঃ

বিশ্বপিতা প্রভু যীশু খ্রিষ্টের ছত্রছায়ায় সকলের জীবন শান্তিতে ভরে উঠুক। সকলের চলার পথ মসৃন হোক। মানুষ ভালোবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মানুষের পাশে থাকুক। শুভ হোক সব।

পরিত্রাণ সহভাগিতার পক্ষ থেকে

আপনজনেরা ---

ঈশ্বর সবসময় আছে সকলের সঙ্গে

অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি , হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

বছরের সব উৎসবের শেষ উৎসব হলো খ্রিস্টমাস ডে অর্থাৎ বড়দিন-- প্রভু যীশুর জন্মদিন। প্রভু যীশুর জন্মের ঋতুটা শীতকাল। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছর শেষ হয় ডিসেম্বর মাস অর্থাৎ প্রভু যীশুর জন্মদিন উদযাপনের মধ্যে দিয়ে। বড়দিন উৎসবের মাত্র ছয়দিন বাকি থাকে একটা গোটা বছর শেষ হতে। তারপরেই আসে নতুন বছর। খ্রিস্টমাস ডে যখন আসে আমরা প্রত্যেকে একে অপরকে বলে থাকি 'হ্যাপি খ্রিস্টমাস ডে, হ্যাপি নিউ ইয়ার। খ্রিস্টমাস ডে উৎসবের সঙ্গে সব উৎসবের একটা পার্থক্য আছে। বেশিরভাগ উৎসব বাহ্যিক দেখানোর প্রতি আকর্ষন রাখে। যেখানে অর্থের প্রচুর প্রয়োজন হয়। সেই উৎসবগুলোতে গুরুত্ব পায় প্যান্ডেলের কারুকার্যতে -- ঘুরে ঘুরে চাঁদা আদায়--পুরোহিত খোঁজা, আলোর কাজ ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। 'বড়দিন উৎসব' একমাত্র উৎসব যেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় একে অপরের প্রতি প্রেম দেখানো, একে অপরের জন্য প্রার্থনা করা, সকলের মঙ্গল কামনা করা। ক্রিস্টমাস ডে উপলক্ষ্যে একমাস ধরে চলে ক্যারল। ক্যারল হলো এই উৎসবের একটা অংশ। ক্রিসমাস ক্যারল হলো ঐতিহ্যবাহী গান যেটা বড়দিন বা ক্রিস্টমাসের আগে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে গাওয়া হয়। যেমন সায়লেন্ট নাইট, জিঙ্গেল বেলস, ঝুম নাচো, রাজা যীশু আয়েঙ্গে ইত্যাদি। ক্যারলের সময়ে যে যে বাড়িতে যাওয়া হয় সেই বাড়ির প্রত্যেকের জন্য যেমন প্রার্থনা করা হয় যাতে সবাই খুব ভালো থাকে। এটাই হলো বড়দিন। ঈশ্বর সবসময় আছে সকলের সঙ্গে। যারা যীশুর আগমনকে বিশ্বাস করে, যীশুর নাম মুখে আনে সেই মহুর্তে তার জীবনে সুখবর আসে--পরিবারের জন্য ভালো সময় আসে। পবিত্রতা-উদ্ধারকর্তা-মুক্তিদাতা-ক্ষমা করার নাম যীশু। পবিত্র মন নিয়ে ভক্তিসহ যদি প্রভুকে ডাকা যায় তিনি সবকিছুর উত্তর দেন। যীশুর জন্মদিন খ্রিস্টমাস ডে অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর। যে দিনকে বড়দিন বলা হয়। বেথলহেমে একটি আস্তাবলে অর্থাৎ পশু পালনের জায়গায় যীশুকে কাপড়ে মুড়ে পশু খাদ্য রাখার পাত্রে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। পবিত্র বাইবেল অনুযায়ী যীশুর যে চারজন গসপেল অর্থাৎ সুসমাচার প্রচারকারী ছিলেন তারা হলেন মথি, মার্ক, লুক যোহন। তাঁদের মধ্যে মথি ও লুক যীশুর জন্ম বিষয়ে তথ্য বাইবেলে পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী যীশুর জন্ম এরকম ছিল যে যোসেফের সাথে বাগদত্তা হবার পূর্বে কুমারি অবস্থায় মরিয়ম পবিত্র আত্মার শক্তিতে গর্ভবতী হয়। প্রভুর এক দূত যোসেফকে স্বপ্ন দেখালেন, বললেন ভয় কোরো না, তোমার স্ত্রী মরিয়মের গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে সে পুত্রকে জন্ম দেবে। যার নাম হবে ইমাননুয়েল। তাঁর জন্ম হবার খবর পন্ডিতদের কাছে পৌঁছালে তাঁরা পূর্ব দেশ থেকে বেথেলহেম গ্রামে এসে রাজার কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন যে ইজরায়েলের শাসনকর্তা যীশু কোথায় জন্ম নিয়েছে?রাজা হেরোদ জানতেন না যে ইজরায়েলের শাসনকর্তা যীশুর জন্ম এই বেথেলহেমে। সেখান থেকে পন্ডিতগন বিদায় নিলে পূর্ব দিকে যে তাঁরা পথ দেখিয়েছিলেন সেই 'তাঁরা'টা ঠিক জায়গায় তাদেরকে নিয়ে গেলেন যেখানে যীশুর জন্ম হয়েছিল। 'তাঁরা'টি যেখানে থামলো সেই ঘরে প্রবেশ করতেই মা মরিয়মের কাছে শিশুটিকে দেখতে পেলো। তখন সেই পন্ডিতেরা উপুড় হয়ে বসে শিশুটিকে প্রণাম করলো এবং সোনা, কোন্দরু, গন্ধরস উপহার হিসাবে দিলো। এই 'তাঁরা'র বিশেষত্ব-- আমরা ঘরে ঘরে রাস্তায় গির্জায় যে 'তাঁরা' লাগাই এটা এই ধারনা থেকে আসা। তাই নানা রঙের 'তাঁরা' আমরা বড়দিনের সময় চারিদিকে লাগিয়ে থাকি। 'তাঁরা' লাগানো--সান্তাক্লস উপহার দেওয়া-- এই পুরো বিষয়টি এইভাবে এসেছে। এখানে উপহার বলতে বোঝা হয় বাইবেল ডিস্ট্রিবিউশন, কেক বিতরন ইত্যাদি। অর্থাৎ সুসমাচার প্রচার করা। সুসমাচার শোনার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়। অন্ধকার জগৎ থেকে আলোতে ফিরে আসা, সকলের ভালোর জন্য প্রার্থনা করা সব কিছু এই সুসমাচার।

নবান্ন উৎসব

কবিতা বনিক (মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

বাঙালির তেরো পার্বনের মধ্যে নবান্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই উৎসব সবাইকে নিয়ে ভালো থাকা, সুস্থ থাকার কথা বলে। নিজেদের পরিবার ছাড়াও পাড়া প্রতিবেশী, পশুপাখি, এমন কি পিতৃ পুরুষদেরও স্মরন করে তাদের জন্যও আনন্দের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহনের ব্যবস্থা করা হয়। এই উৎসবের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার উৎসব। সবাই নতুন ফসল বরন করে নিজেদের ধর্মানুসারে নিয়ম পালন করেন। নতুন কাপড় পড়েন, বাড়িতে ফুলের ও পাতার মালা, আলপনা দিয়ে সাজান। অগ্রহায়ন মাসে নতুন ধান ওঠে। নতুন খেজুর গুড় তৈরি হয়। নতুন চালের ও নতুন খেজুর গুড়ের গন্ধে সমস্ত এলাকা জুড়ে গন্ধে ম, ম করে। উৎসবের আনন্দে ভরে ওঠে চারিদিক। নতুন সব্জি, নতুন চাল,নতুন গুড় দিয়ে দেবতার পুজো হয়। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। তারপর বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রন পর্ব চলে। মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিতে যান অনেকেই। কারো কারো বাড়িতে শিব -অন্নপূর্না, লক্ষী-নারায়ন, গ্রামীন দেবদেবী ইত্যাদি নানান দেবদেবীর মহাসমারোহে পুজো হয়। তবুও এই উৎসব একেবারেই ধর্ম ভিত্তিক নয় কারন এ উৎসবের মূল মন্ত্র ‘‘ আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে ’। তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই উৎসবে সামিল হন। এই উৎসবে পায়েস, নানান রকমের পুলি, পিঠা, ক্ষীর, এছাড়া নতুন চালের গুঁড়োর সাথে দুধ--তাতে নতুন খেজুর গুড় নানান ফলের কুচি, মিষ্টি, খেজুর, কিসমিস, আদা, মুলো কুচি, নারকেল দিয়ে মিশিয়ে নৈবেদ্যদেওয়া হয়। দুপুরের নতুন চালের ভাত, পোলাও, খিচুড়ি, নতুন সব্জির হরেক ভাজা, নানান ব্যঞ্জনের পদ, ডাল, মাছ, মিষ্টি, পায়েস, পিঠে , পুলি থাকে। সমস্ত আয়োজন আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সবার সাথে ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ। বছর পর এই অগ্রহায়ন মাস কৃষকদের মনে খুব আনন্দ আনে। ধান কাটা, ঝাড়াও উৎসবের রুপ নেয়। ধান ভাঙার গান শোনা যায় পাড়ায় পাড়ায়। আজকাল ঢেঁকির ব্যবহার নেই বললেই চলে। পরিবর্তে মেশিনে কোটা হয় ধান। কৃষকের ঘরে রাশি রাশি ভরা ভরা সোনার ধানে পূর্ণ থাকে। ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে এইসময় ।কুমোরদেরও চলে খুব ব্যস্ততা। তাদের চাহিদা বাড়ে হাঁড়ি, কলসি, গ্লাস, সরা, পিঠে পুলির নানান সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরির।

সারা শীতকাল জুড়েই বসে নানান মেলা। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকায় প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় জিনিস কেনেন। শখের জিনিস কেনেন ।সবশেষে মনে হয় উৎসব আনন্দ ধরে রাখতে গেলে যে মাটি আমাদের মাতৃসমা সেই মাটিকে বিষাক্ত করে যেন না ফেলি।

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

আজকের সময়েও কেন গুরুত্বপূর্ণ প্রভু যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন ?

বিশ্বনাথ পাল (শিলিগুড়ি)

আজকের বিশ্ব এক অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে--যুদ্ধ, হিংসা, ধর্মীয় বিভাজন, মানসিক অবসাদ, প্রযুক্তির অতিরিক্ত নির্ভরতা ও মানবিক সম্পর্কের অবক্ষয় আমাদের নিত্যসঙ্গী। এমন প্রেক্ষাপটে প্রভু যীশুখ্রিস্টের দর্শন শুধু ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং একটি সার্বজনীন মানবিক জীবনদর্শন , যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

ভালোবাসা ঃ বিভক্ত বিশ্বের জন্য একতা। যীশুখ্রিস্ট বলেছিলেন, '' তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো।'' আজ যখন জাতি, ভাষা, ধর্ম , রাজনীতির নামে মানুষ বিভক্ত,তখন যীশুখ্রিস্টের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার দর্শন মানুষকে ঐক্যের পথে আহ্বান জানায়। তাঁর শিক্ষা দেখায়--ঘৃণা নয়, ভালোবাসাই সত্যিকারের শক্তি।

ক্ষমা ঃ প্রতিরোধের বিরুদ্ধে শান্তি। আধুনিক সমাজে প্রতিশোধ ও হিংসা বেড়েই চলেছে। কিন্তু যীশু শিখিয়েছেন,'' যারা তোমাদের আঘাত করে, তাদেরও ক্ষমা করো। ' ২০২৫--২০২৬ সালের পৃথিবীতে এই দর্শন মানসিক শান্তি, সমাজিক স্থিতি পারস্পরিক সহাবস্থানের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

মানবিকতা ও দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানো ঃ যীশুখ্রিস্ট সবসময় বলতেন -- দরিদ্র, অসহায় ও বঞ্চিতদের পাশে থাকতে। আজ যখন বৈষম্য ভয়াবহ আকার নিয়েছে, তাঁর দর্শন সমাজকে ন্যায় ও সহানুভূতির পথে পথ দেখায়।

ন্যায়ের পক্ষে অটল থাকা ঃ দুর্নীতি , অন্যায় ও মিথ্যার যুগে যীশু আমাদের শেখান--সত্যের পথে দাঁড়াতে,অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের তরুন প্রজন্মের জন্য নৈতিক দিকনির্দেশ।

মানসিক শান্তির পথ ঃ বর্তমান বিশ্বে উদ্বেগ, ডিপ্রেশন ও একাকীত্ব বেড়েছে। যীশুখ্রিস্টের বার্তা, ' আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো। 'আজও মানুষের অন্তরকে শান্তির আশ্রয় দেয়।

আত্মত্যাগ ও সেবার শিক্ষা ঃ স্বার্থপরতার যুগে যীশুখ্রিস্টের আত্মত্যাগ মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সমাজসেবার অনুপ্রেরনা জাগায়। তিনি শেখান -- অন্যের জন্য বাঁচাই প্রকৃত জীবন।

২০২৫--২০২৬ সালের বাস্তবতায় প্রভু যীশুখ্রিস্টের দর্শন গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি শেখান -- ভালোবাসা-- বিভাজনের উর্ধ্বে। ক্ষমা--হিংসার বিকল্প। শান্তি -- অস্থিরতার নিরাময়। মানবিকতা -- যান্ত্রিক জীবনের ভারসাম্য। ন্যায় -- সত্যের পথ। সহমর্মিতা -- সভ্যতার ভিত্তি।

যীশুখ্রিস্ট কেবল ইতিহাসের এক ধর্মগুরু নন, তিনি আধুনিক সভ্যতার জন্য এক জীবন্ত নৈতিক দিশারী ।

''যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানেই ঈশ্বর বাস করেন।'' এই বানী আজও মানুষকে নতুন করে মানুষ হতে শেখায়।

২০২৫ বিদায়, ২০২৬ এর আহ্বান

বিশ্বজিৎ দত্ত (জলপাইগুড়ি)

আরও একটি বছর ইতিহাসের পাতায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ২০২৫ আমাদের দিয়েছে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, অপেক্ষা, কষ্ট ও কিছু আশার আলো। এখন ২০২৬ এর দুয়ারে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীর সামনে একটাই প্রশ্ন --আমরা কি আরও মানবিক, আরও সংবেদনশীল, আরও দায়িত্ববান হতে পারবো?

২০২৬ হোক নতুন প্রত্যয়ের বছর ঃ

২০২৬ যেন শুধু ক্যালেন্ডারের পাতা বদলের বছর না হয়ে হয়--যুদ্ধের বদলে শান্তির বছর/ঘৃণার বদলে ভালোবাসার বছর /লোভের বদলে সহমর্মিতার বছর /ভয়ের বদলে সাহসের বছর / বিভাজনের বদলে ঐক্যের বছর । এই পৃথিবী কেবল প্রযুক্তিতে নয়, হৃদয়ে যেন আরও উন্নত হয়।

মানুষ হোক মানুষের পাশে ঃ

বিশ্ব জুড়ে যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও মানসিক একাকীত্ব বাড়ছে,তখন ২০২৬ আমাদের শেখাক--অসহায়ের পাশে দাঁড়াতে, নিঃস্বের মুখে হাসি ফোটাতে, আর সত্যের পথে অবিচল থাকতে।

প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা ঃ

নতুন বছরে মানুষ হোক প্রকৃতির রক্ষক, শোষক নয়। বৃক্ষরোপন, পরিবেশ রক্ষা ও সচেতন জীবনযাপন হোক আমাদের অঙ্গীকার।

শান্তির ডাক ঃ

ধর্ম, ভাষা,জাতি নয়-- পরিচয় হোক মানবতা। ২০২৬ পৃথিবীর প্রতিটি কোনে বয়ে আনুক শান্তির সুবাতাস।

২০২৬ এর জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি শুভকামনা ঃ

'আসুন, আমরা এমন একটি বিশ্ব গড়ি ' যেখানে শিশুর চোখে ভয় নয়-- স্বপ্ন থাকে, বৃদ্ধের মুখে অবহেলা নয়--সম্মান থাকে, আর মানুষের পরিচয় হয়-- মানুষ হিসাবে।

শুভ হোক নতুন বছর ২০২৬

শান্তি, মানবতা ও আশার পথে এগিয়ে চলুক বিশ্ব।

বড় দিন কেন পালিত হয় ?

পাপ্পালি চক্রবর্তী (লেক টাউন, শিলিগুড়ি)

বড় দিন বা ক্রিসমাস পালিত হয় খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন স্মরনে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বর মানব জাতির মুক্তির জন্য যীশুখ্রিস্টকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম মানবতার জন্য আশার আলো, প্রেম, ক্ষমা ও শান্তির বার্তা বহন করে।

বড় দিনের মূল তাৎপর্য্য ঃ

যীশুখ্রিস্টের জন্মের স্মরন বেথলহেমে এক পবিত্র রাতে যীশুখ্রিস্টের জন্ম হয় -- এই ঘটনাই বড় দিনের কেন্দ্রবিন্দু। যীশুর বানী মানুষকে পরস্পরের প্রতি দয়া, সহানুভূতি ও ক্ষমাশীল হতে শেখায়। যুদ্ধ, হিংসা ও বিভেদের বিরুদ্ধে শান্তির প্রতীক হিসেবে বড়দিন পালিত হয়।

এই বড় দিন উদযাপিত হয় গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা ও মধ্যরাতের মিসা ক্রিসমাস ট্রি সাজানো ও আলাকসজ্জা। উপহার বিনিময় ও কেক কাটা। দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য করা।

বড় দিন শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি মানবতার জয়গান। ভালোবাসা, শান্তি ও মানবিকতার উৎসব।

নতুন বছর ২০২৬--স্বাগত

নবারুন সরকার (লেকটাউন , শিলিগুড়ি)

আন্তর্জাতিকভাবে প্রতি বছর কিছু নির্দিষ্ট দিবস ও থিম নির্ধারন করা হয়। বর্তমানে ঘোষিত তথ্য অনুযায়ী ২০২৬ সালকে জাতিসংঘ ‘‘ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ রেঞ্জল্যান্ডস এন্ড পাস্টোরালিস্টস ’’হিসেবে ঘোষণা করেছে -- অর্থাৎ চারণভূমি ও যাযাবর সমাজের আন্তর্জাতিক বর্ষ।

পৃথিবীর পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, টেকসই কৃষি ও পশুপালনকে গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা বহন করে এই বর্ষ ঃ

নতুন বছর ২০২৬ এর মূল বার্তা হলো

১) টেকসই ভবিষ্যতের বছর ঃ পরিবেশ রক্ষা, সবুজ পৃথিবী গড়া এবং প্রকৃতিকে বাঁচানো--এটাই বিশ্বব্যাপী প্রধান বার্তা।

২) শান্তি, সহমর্মিতা ও মানবিকতার বছর ঃ বিশ্বে সংঘাত ও বিভেদের মাঝে মানুষকে আবার মানবিকতা, সহমর্মিতা ও ঐক্যের পথে চলার ডাক।

৩) আত্মান্নয়ন ও দক্ষতার বছর ঃ নিজেকে গড়ে তোলার, নতুন দক্ষতা শেখার এবং পেশাগত উন্নতির দিকে এগোনোর আহ্বান।

৪) স্বাস্থ্য ও মানসিক সুস্থতার বছর ঃ নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে আরও মন দেওয়ার বার্তা।

৫) পরিবার-সমাজ-সম্প্রীতির বছর ঃ পরিবারে সময় দেওয়া, সমাজকে এগিয়ে নেওয়া এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে শক্ত করা -- ২০২৬ এর সুন্দর অঙ্গীকার।

নতুন বছর ২০২৬ হোক শান্তির, সুস্থতার, সমৃদ্ধির। প্রকৃতিকে রক্ষা করি, মানুষকে ভালোবাসি, নিজের স্বপ্নকে বাস্তব করি। সবাইকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা -- অগ্রগতির পথ হোক আরও আলোকিত, মানবিকতার আলোয়।

চলতি শতকের বয়স ২৫, আমরা কি সাবালক হলাম ?

বাপি ঘোষ (সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

২০২৬ সাল মানেই--২১শ শতকের প্রথম কোয়ার্টার শেষ হওয়া। শতকের বয়স এখন ২৫ বছর, অনেকটা মানুষের জীবনের মতোই-- এই বয়সে মানুষ সাধারণত সাবালক হয় , দায়িত্ব নেয়, ভবিষ্যত গড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো মানবসভ্যতা কি সত্যিই সাবালক হয়েছে?

প্রথমত , প্রযুক্তিতে আমরা হয়তো সাবালক।এই ২৫ বছরে বিশ্ব দেখেছে-- ইন্টারনেট বিপ্লব, স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা,মহাকাশ প্রযুক্তিতে অগ্রগতি।

দ্বিতীয়ত, মানবজাতির প্রযুক্তিগত বয়স এখন অনেকটাই পরিণত। কিন্তু মানবিকতায় কি আমরা পরিণত ? শতকের ২৫ বছরে--বহু যুদ্ধ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভাজন, হিংসা, বিদ্বেষ, সাইবার অপরাধ, পরিবেশ ধ্বংস ও জলবায়ু সঙ্কট। এই দিকগুলো আবার বলে-- আমরা হয়তো এখনো শেখার পর্যায়ে আছি, সাবালকতার পথচলা অসম্পূর্ন।

তৃতীয়ত, প্রকৃতি রক্ষার দায়িত্বে আমরা পিছিয়ে ঃ যে পৃথিবী আমাদের বাড়ি, তারই ক্ষতি আমরা নিজেরাই করছি। সাবালকের প্রথম শর্ত--দায়িত্ববোধ। এখানেই শতকের মানবসভ্যতা এখনও পুরোপুরি সাবালক নয়।

চতুর্থত--- সমাজ, সহমর্মিতা, পরিবার-- পরিণতির নতুন চ্যালেঞ্জ ঃ মানুষের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে, কিন্তু প্রযুক্তিতে সংযোগ কমেনি। সাবালক মানবসভ্যতা মানে-- বোঝাপড়া, সহানুভূতি, দায়িত্ব, নৈতিকতা, এগুলোতে এখনও পথ বাকি।

চলতি শতকের ২৫ বছরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঃ আমরা কি সত্যিই সাবালক হয়েছি, নাকি এখনও পরিণতির পথে হাঁটা শুরু করেছি মাত্র ? এই প্রশ্নই ২০২৬ এর আসল বার্তা। নিজেকে বদলানো, পৃথিবীকে বাঁচানো-- এটাই আমাদের সাবালকতা।

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"
অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড – অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড
Endless Pain - 1st Part.
বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রূপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

বেকার সমস্যা দূরীকরনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে

আশীষ ঘোষ
(শিক্ষক, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

ভারতের জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি। চিনকে অতিক্রম করে ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ। এদিকে বেকার সমস্যা অত্যন্ত বেশি। সরকারি চাকরি পাওয়া এখন লটারি পাওয়ার মতো। অনেক বেকার যুবকযুবতীর স্বপ্ন থাকে যেভাবেই হোক একটি সরকারি চাকরি যাতে পায়। কিন্তু শুধু স্বপ্ন থাকলেই হবে না। সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্য নিজেকেই এগিয়ে আসতে হবে। কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময় সরকারি চাকরির পরীক্ষা নিয়ে থাকে। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে দেখা যায়, সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য অজস্র কোচিং সেন্টার রয়েছে। ভারতের কোনো রাজ্যে সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য বিহারের মতো এতো কোচিং সেন্টার নেই। কেন্দ্রীয় সরকার স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রধানত তিনটি পরীক্ষা নিয়ে থাকে। মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েদের জন্য মাল্টি টাস্কিং স্টাফ এর পরীক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েদের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি লেবেলের পরীক্ষা এবং স্নাতক পাশ পরীক্ষার্থীদের জন্য কম্বাইড গ্র্যাজুয়েট লেবেলের পরীক্ষা-- এই পরীক্ষাগুলো আমাদের শিলিগুড়িতেই হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তরের প্রশাসনিক পরীক্ষা , আই এ এস এবং আই পি এস--আগে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কলকাতাতেই হোত, কয়েকবছর হলো শিলিগুড়িতেও এখন তা হচ্ছে। রাজ্য সরকার পাব্লিক সার্ভিস কমিশন, পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমে ক্লার্ক শিপ , মিসেলিনিয়াস সার্ভিসের পরীক্ষা এবং ডব্লু বি সি এসের মাধ্যমে রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদগুলির পরীক্ষা শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে হয়ে থাকে। এছাড়া স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে গ্রুপ ডি এবং গ্রুপ সির অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের পরীক্ষাও হয়ে থাকে। এছাড়া পি এস সির মাধ্যমে গ্রুপ ডি পদের পরীক্ষাও হয়ে থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো বছরের বিভিন্ন সময় ক্লার্ক এবং প্রবেশনারি অফিসারের পরীক্ষা নিয়ে থাকে। ভারতীয় রেল সারা বছরই গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডিতে কর্মী নিয়োগ করে। শিলিগুড়িতেও রয়েছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। আধা সামরিক ও সামরিক বাহিনীতেও কেন্দ্রীয় সরকার সারা বছরই বিভিন্ন সময় নিয়োগ করে থাকে। তাছাড়া সারা বছরই আরও বিভিন্ন পরীক্ষা রাজ্য সরকার গ্রহন করে থাকে। যেসব বেকার ছেলেমেয়ে এসব চাকরি পেতে ইচ্ছুক তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যতদিন চাকরি না পাচ্ছে এই পরীক্ষাগুলো দিয়ে যেতে হবে। তবেই সফলতা আসবে। একসময় বাংলার ছেলেমেয়েরা সারা ভারতে প্রচুর সরকারি চাকরি পেতো, কিন্তু বর্তমানে সেই স্থান নিয়েছে বিহারের ছেলেমেয়েরা। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কেও বিহারের চাকরি প্রার্থীরা কাজ করে। কাজেই উৎসাহ নিয়ে যদি বাংলার ছেলেমেয়েরাও চেষ্টা করে যায় তাহলে কখনো না কখনো সফলতা আসবে।

সকলকে বড়দিন ও ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ঃ
সুজিত ঘোষ (বাপ্পি)
সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০
যুগ্ম সম্পাদক
বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি
মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন
বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি
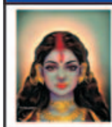
ঘুগনি মোড়
হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায়--২৯)

‘বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহি করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যায়’। মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধন হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী। ’ কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।----মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

আমি ওয়েস্টবীন নই, ঐ যে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে না--ছাই ফেলার জন ভাঙা কুলোর দরকার হয়। মায়ের চিতার আগুনে আমার সমস্ত অতীত পুরে ছাই হয়ে গেছে। শুধু তিনটে নক্ষত্র ছিল তারমধ্যে বাবা চলে যাওয়ার পর শুধু দুটি রয়েছে সোনাদাদু এবং অনুরাধা। একটা কথা শুনে রাখ তুমি যদি আমার জীবনে নাও আসতে, তাহলেও বুনানীর জন্য আমার ঘরে কোন স্থান হতো না। দ্যাট চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজড। কাল সকালেই তুমি আমার সাথে থাকবে দাদুর অনুমতি চাইবো। বাবা ওটা দিয়েই রেখেছে ।তবুও আমার তরফ থেকে উনার অনুমতি প্রয়োজন। বেশ তবে তাই হউক। সব শুনে দাদু বললেন আমি নিঃশ্চিন্ত হলাম ।তবে আমার একটা শর্ত আছে ।অনু ও অভি একসঙ্গে বলে উঠলো, কি শর্ত? দাদু ভাইতো ট্রেনিং শেষে পোস্টিং অর্ডার পাওয়ার পরই সময় পাবে। তোমরা বিয়ের পর কখনোই ভাগলপুর আসবে না। দাদুভাইদের সাথে সম্পর্কটা এতটাই দুরে যে টেলিস্কোপ দিয়ে সেটা দেখতে হবে। এখানকার লোকেরাতো তা বুঝবে না। তাই এতো শর্ত। আরেকটি বিষয়ে তোমাদের ওপিনিয়ন

সকলকে বড় দিন ও নতুন ইংরেজি বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

নতুন বছর সকলের জীবনে আলো নিয়ে আসুক

ডঃ অসমঞ্জ সরকার

(কবি ও সাহিত্যিক)

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

শিবমন্দির (ইউনিভার্সিটি এভিনিউ)

শিলিগুড়ি মহকুমা

চাই। ভাগলপুরে এই বাড়িটা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রপার্টি সেল করা হয়ে গেছে। আমার একান্ত ইচ্ছে এই বাড়িটি গুরুদেবকে প্রণামি হিসেবে দিয়ে দেই। এখন তোমরা মত দিলে আমি এগুতে পারি। অনু এবং অভি দুজনেই হতবাক। অনু একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, তুমি আমার মতো চাইছো কেন? অভি বললো, দাদু তুমি কি মনে করো আমি এতটাই বড় হয়ে গেছি যে তোমার ইচ্ছের বিষয়ে আমাকে মত দিতে হবে। শেষের দিকে অভির গলা ধরে আসলো। দাদু বুঝতে পেরে দুজনকেই বুকে টেনে নিলেন। বললেন, তোরা তো বড় হচ্ছিস তাই তোদের মতামতকে সন্মান জানানো উচিত। দাদুভাই আমার মনে হচ্ছে তিন-চার মাসের মধ্যে আমরা কলকাতা শিফট করে যেতে পারবো। তুমি সরাসরি বাগবাজারের বাড়িতে চলে এসো। অভি বললো, দাদু আমার একটা আর্জি আছে। আরে বল না কি? আমি যাওয়ার আগে এনগেজমেন্টটা সেরে যেতে চাই। মানে বিয়ের অর্ধেকটা সেরে যেতে চাস তাইতো। ঠিক আছে আমি ফোন করে দিচ্ছি তোরা দুজনে গিয়ে দুটো ভাল দেখে হীরের আংটি নিয়ে আসবি। ওদের ইচ্ছে ছিল ওরা নিজেদের টাকা দিয়ে কেনে। দাদু বুঝতে পেরে অভিকে বললো বিয়ের পর বৌকে যত খুশি আংটি গয়না কিনে দিস। এখন নয় কেনার জন্য সারা জীবন পরে আছে। রসিকতা করে বললেন ব্যাটা তোর বৌকে না হয় গয়না দিয়ে মুড়ে দিস। তোমার মেয়ে কেমন তুমি জানো না! কৃপন বলবো না তবে সাংঘাতিক হিসেবি।

(ক্রমশ)

সকলকে বড়দিন ও ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ঃ

Aarushis Collection

এখন আপনার শহরে এক বিশেষ আভিজাত্যের ঠিকানা!
শাড়ি, রেডিমেড কুর্তি, বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশন জুয়েলারি, রিয়েল পার্ল জুয়েলারি-- একেবারে বিশেষ সংগ্রহ
এখানে পাবেন আপনার স্টাইল ও রুচির সঙ্গে মিলিয়ে অসাধারণ সব পোশাক ও জুয়েলারি--সবই সাশ্রয়ী দামে।
ঠিকানা ঃ
Aarushis Collection
যোগাযোগ ঃ
7908431704 (whatsapp)

Aarushis Collection

Aarushis Collection
Your one-stop destination for elegance and style !
Beautiful Sarees,Trendy Readymade Kurtis ,Exclusive Fashion Jewellery,Premium Real Pearl Jewellery
Discover stunning outfits and jewellery that match your personality--
all at affordable prices
Contact :
7908431704(whatsapp)

বড় দিনকে সামনে রেখে বাইবেলের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বানী

১) যীশুর জন্মের ভবিষ্যদ্বানী ঃ "কারণ আমাদের জন্য এক শিশু জন্মগ্রহন করেছে, আমাদের জন্য এক পুত্র দান করা হয়েছে, শাসনভার তাঁর কাঁধে এবং তাঁর নাম হবে-- আশ্চর্য পরামর্শদাতা, পরাক্রমী ঈশ্বর, চিরন্তন পিতা, শান্তির রাজকুমার। "--ইসাইয়া ৯ঃ৬

২) খ্রিস্ট জন্মের সুখবর ঃ " ভয় করো না, দেখ, আমি তোমাদের জন্য মহা আনন্দের সুসংবাদ নিয়ে এসেছি, যা সমস্ত জাতির জন্য হবে। "--লুক ২ঃ১০

৩) উদ্ধারকারীর আগমন ঃ " আজ দাউদের নগরে তোমাদের জন্য এক উদ্ধারকর্তা জন্মেছেন, তিনি খ্রিস্ট প্রভু।"--লুক ২ঃ১১

৪) শান্তির ঘোষনা ঃ "ঊর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, আর পৃথিবীতে শান্তি, মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ । "--লুক ২ঃ১৪

৫) ঈশ্বরের মহান প্রেম ঃ "কারণ ঈশ্বর পৃথিবীকে এত ভালোবাসলেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, যাতে যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, বরং অনন্ত জীবন পায়। "-- যোহন ৩ঃ১৬

৬) ইমানুয়েল --ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে ঃ " দেখ, কুমারী গর্ভধারণ করবেন ও এক পুত্র প্রসব করবেন, আর তাঁর নাম রাখা হবে ইমানুয়েল, " যার অর্থ--ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে। -- মথি ১ঃ২৩

৭) বাক্য মানব হলেন ঃ "বাক্য মাংসেরুপ ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন, আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি, পিতার একমাত্র পুত্রের মহিমা, অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ। "-- যোহন ১ঃ১৪

ওপরের বানীগুলি বড় দিনের প্রকৃত অর্থ-- ভালোবাসা , শান্তি ও মুক্তির বার্তা-- আমাদের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে।

সকলকে বড়দিন ও ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ঃ

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

SHAMBHUNATH GUEST HOUSE

Making Luxury Affordable

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.

সাক্ষাৎকার ঃ বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য দুবার পুরস্কৃত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে খবরের ঘন্টার মুখোমুখি

প্রশ্ন ঃ আপনার সাহিত্য চর্চার সূচনা কিভাবে? লেখালেখির প্রতি আগ্রহের উৎস কোথায়?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ আমার সাহিত্যচর্চার সূচনা স্কুল জীবনে। আমি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিন ২৪ পরগণার ক্যানিং সেন্ট গাব্রিয়েল স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করি। তখন 'জানাজানি' নামে পত্রিকায় আমার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।

বিশ্ব খ্যাত লেখক ভিক্টর হুগোর 'লগ মিজারেবল 'পড়ে ছোটবেলায় চোখে জল এসেছিল। ছোটবেলার সেই স্কুল লাইব্রেরির বই পড়া আমার কাছে -- পড়া ও লেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যে কাজ করতে গিয়ে কোন কোন লেখকের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ প্রথমে আমাকে বিদেশি বঙ্গপ্রেমিক উইলিয়াম কেরী (১৭৬১--১৮৩৪), যিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদনা , আমাকে মুগ্ধ করেছে। তারপর উচ্চ-শিক্ষায় এসে --বিশ্ব বরেন্য লেখক ফাদার দ্যতিয়েনের (১৯২৪--২০১৬) সৃজনশীল বই--'ডায়েরির ছেঁড়াপাতা ' বইটি আমাকে আশ্চর্য করেছে। বিদেশিদের বাংলা ভাষার প্রতি গভীর টান--আমাকে বেশি প্রভাবিত করেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার পুরস্কারপ্রাপ্ত বই 'বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য ' লেখার পেছনে মূল প্রেরনা কী ছিলো ?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক রামেশ্বর শ-- আমাকে স্নেহ করতেন। ভাষাবিদ শ -এর প্রেরনায় বাংলা ভাষায় বাইবেল চর্চা শুরু করি। তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাসের (উপাচার্য) কাছে --গবেষনা শুরু করি। তারপর

বই করতে গিয়ে -- 'বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য' নামকরন করি। এই বইটি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করন বার হয় ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে। এই বইটি দুটি পুরস্কার পায় ১) বিভূতি ভূষন স্মৃতি সন্মান ও ২) দীনেশচন্দ্র সেন সন্মান।

আমার প্রেরনা ছিল -- মৌলিক বিষয় কাজ করবো। বেদ-পুরান-মহাকাব্যের দেশে নতুন বিষয় বাইবেল চর্চাই আমার নতুন বিষয়-- মৌলিক ভাবনা।

প্রশ্ন ঃ বাংলা সাহিত্যে বাইবেল বা খ্রিষ্ট ধর্মের প্রভাব কোন কোন জায়গায় আপনি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছেন?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ বাইবেল শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বাঙালির জীবন--সংস্কৃতির মধ্যে একাত্ম হয়ে গেছে। বঙ্গপ্রেমিক উইলিয়াম কেরীর অনেক আগেই বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে পোর্তগিজ মিশনারিরা আসেন। বাংলা গদ্যের প্রথম বই লেখেন দোম আন্তোনিও রোজারিও (সম্ভাব্য সময় ঃ ১৬৪৩--১৬৯৫)। যিনি অবশ্য বিদেশি নন,বাঙালি। শুধু নামটাই পোর্তুগিজ।

রাজরাম বসু থেকে রবীন্দ্রনাথ । শঙ্খ ঘোষ থেকে শ্রীজাত সবার লেখার--বাইবেল অনুষঙ্গ এসেছে। বিশেষ উনিশ শতকের প্রাথমিক পর্বে শ্রীরামপুর মিশনের বহু মাত্রিক কর্মযজ্ঞের সঙ্গে , বাংলা বই,ছাপাখানা,বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা,সংবাদপত্র --বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বে মিশনারিদের অবদান অসামান্য।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা ও গদ্য রচনায় বারবার বাইবেল ও খ্রিষ্ট ধর্মের কথা এসেছে। শুধু উনিশ শতক নয় বিশ শতকের সমস্ত গদ্য লেখকদের রচনায় বাইবেলের অনুষঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছে। কবি নজরুল ইসলাম থেকে সৈয়দ মোস্তাফা সিরাজ সবার মধ্যে বাইবেলের বিচিত্র প্রসঙ্গ এসেছে। এ বিষয়ে আরো গবেষনা করার পরিসর আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে--শ্রী খ্রিস্ট কিন্তু ইউরোপের নয়, তিনি যে আমাদের এশিয়া মহাদেশের সম্পদ।

প্রশ্ন ঃ বইটি লেখার সময় গবেষনার কোন মুহূর্তটি সবচেয়ে বেশি মনে দাগ কেটেছে?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ হুগলি নদীর পাশের শ্রীরামপুর মিশনের মিউজিয়াম এ আমি অনেকবার গেছি। গবেষক সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মধুর সঙ্গ -- আমায় সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে। মনে পড়ে খ্রিস্টফার রোডের ভাড়া বাড়ির ছোট্ট বস্তির অন্ধকার। আজও মনে আছে -- আমার কাকা শ্বশুর দিলীপ সরকারের প্রেরনা। সর্বোপরি আমার বাবা মাইকেল মিদ্দের (১৯২৪--২০২৪) শতবর্ষে মনে পড়ছে --তাঁর অক্লান্ত শ্রম আর শ্রমের কথা। আমার মাতৃদেবী হেমাঙ্গিনীবালার (১৯৩০--২০২৫) প্রেরনা।

আমার জন্মভূমি বদ্বীপ বাসন্তার হোগোলি নদী আর শ্রীরামপুরের গঙ্গা-- আমায় সবসময় মনে দাগ কেটেছে। বিদেশি বঙ্গবন্ধু উইলিয়াম কেরীর জলপথ যাত্রার দুঃসাহসিক অভিযান।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান সময়ে বাংলা সাহিত্য কোন বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ একুশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে --সাধারণ দরিদ্র মানুষের কথা, বিশেষ নিম্ন বর্গের দলিত মানুষের কথা, সামনে এসেছে। প্রধান চরিত্র হিসাবে এসেছে। সাবলটার্ন চর্চা ক্রমশ, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে একটা বড় পরিবর্তন বলে মনে হয়। যেখানে অতি দরিদ্র মানুষের যাপনচিত্র সাহিত্যের প্রধান উপাদান হিসাবে এসেছে।

প্রশ্ন ঃ তরুন লেখকদের মধ্যে যে নতুন ধারার সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ তরুন সমাজই তো নতুন যৌবনের দূত। আধুনিক নেট সংস্কৃতিকে আমাদের মানতে হবে। মোবাইল, পিডিএফ , হোয়াটস অ্যাপ আমাদের জীবনের সঙ্গে অনিবার্য--নিয়তি।

প্রশ্ন ঃ বড় দিন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে রকম চিত্র উঠে আসে --সেটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখা করবেন?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতে বড় দিনের চিত্র এনেছে এক নবধারা। শুধু বড়দিন নয় গুড ফ্রাইডের শ্রীযিশুর ক্ষমার অনুষঙ্গ, বাংলা সাহিত্যে নতুন স্বাদ দিয়েছে। বড়দিন যেন বাঙালির কাছেও শীতের বড়দীঘা।

প্রশ্ন ঃ খ্রিষ্ট ধর্ম এবং বাংলার লোক সংস্কৃতির মেলবন্ধন নিয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ প্রকৃত বিচারে, মিশনারিরাই বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার পথিকৃৎ। উইলিয়াম কেরী থেকে জেমস লঙের সমগ্র প্রবাদের 'ফোক টেইল অফ বেঙ্গল ' এক বৃহত্তর মৌলিক গবেষনা। বাংলা ভাষায় ' বাইবেল প্রবাদ' -- এক স্বতন্ত্র গবেষনার বিষয়।

প্রশ্ন ঃ বড়দিন উপলক্ষ্যে আমাদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে আপনার বিশেষ বার্কা কি ?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ বড় দিন ও বাংলার সমাজ আজ এমনভাবে মেলবন্ধন হয়েছে। একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। বড়দিন যেন বাংলার বারো মাসের চোদ্দ পার্বন।

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়ে আপনার কাজ।

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ বাংলা বিভাগের আমি সিনিয়র প্রফেসর। ২০১৩--২০১৫ পর্যন্ত বিভাগে প্রধান ছিলাম। আমার তত্বাবধানে ৬২জন গবেষক এম ফিল ও পি এইচ ডি করেছে। এখনও করে চলেছে। এখনও আমার সাতবছর সময় আছে।

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার বা গবেষনার অভিজ্ঞতা কেমন ?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ প্রায় কুড়ি বছর অধ্যাপনা--প্রান্তিক জনসমাজের সংখ্যালঘু, আদিবাসী গবেষকেরা পরিশ্রমী। আমার ছাত্রছাত্রীরা জলপাইগুড়ি ,আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে --আমার বেশ কিছু গবেষক ও অধ্যাপক আছেন। কখনো কোনো ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে দিইনি। ছাত্রছাত্রীদের যে কোনো সমস্যার সমাধান করার আপ্রান প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আমার ব্রত-- তা আজীবন করে থাকো। আমার গবেষকেরা একশ শতাংশ কলেজে স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে।

প্রশ্ন ঃ শিক্ষার্থীদের সাহিত্যচর্চার ধরন কি পাল্টে গেছে? কি পরিবর্তন চোখে পড়ছে?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ এখন তাদের অ্যানড্রয়েড ফোনে কবিতা ও গল্প লিখে পাঠাচ্ছে। খাতা-কলমের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। ওরাও এখন বলতে শুরু করেছে --স্যার আপনার লেখা দেখলাম। পড়লাম খুব কমজন বলছে।

প্রশ্ন ঃ শিগগিরই আপনি উত্তরবঙ্গে আসছেন --এই সফর নিয়ে আপনার প্রত্যাশা কি?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ আমি ২০২৬ এর প্রথমেই উত্তরবঙ্গে যাবো। শিলিগুড়ি থেকে শুরু করবো। বেশ কিছুদিন থেকে যোগাযোগ করবো। দেখা করবো। ছোট্ট ছোট্ট মিটিং করবো। উত্তরবঙ্গের গবেষনামূলক বই সংগ্রহ করবো। আমার প্রত্যাশা বহুমাত্রিক। আশা করি --খবরের ঘন্টা আমাকে সহযোগিতা করবে।

প্রশ্ন ঃ উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতি বা মানুষের মধ্যে এমন কি পেয়েছেন যা আপনার মন ছুঁয়েছে?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ উত্তরবঙ্গের গাঢ় সবুজ প্রকৃতি আর সহজ-সরল অতিথিপরায়ন মানুষ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে । উত্তরবঙ্গের সঙ্গীত আর বিচিত্র আদিবাসী ভাষার সাহিত্য ও সঙ্গীতকে জানতে চাই। তাই যেতে চাই, তাঁদের অন্তরমহল ও অন্দরমহলে।

প্রশ্ন ঃ নতুন কি লেখালেখি বা গবেষনা কাজ চলছে? ভবিষ্যতে পাঠকেরা কী আশা করতে পারেন?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ গত ১৫ নভেম্বর বিশপস কলেজে(১৮২০) প্রকাশিত হয়েছে--নতুন বই--বিরল বইগুচ্ছ (নান্দনিক,কলেজস্ট্রিট)। এখন আমার ২৫টির মতো গবেষনা বই পাওয়া যায়। ৫টি বই এর দ্বিতীয় সংস্করন হয়েছে। আমার ১০টি বই এর পান্ডুলিপি প্রস্তুত আছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার বইটি কবে ও কোথায় পুরস্কৃত হয়?

সুরঞ্জন মিদ্দে ঃ বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য বইটি দুবার পুরস্কৃত হয় । পান্ডুলিপি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে (বিভূতিভূষন সন্মান)। প্রেস ক্লাবে দীনেশচন্দ্র সেন সম্মান ২০২৫।

A1 Force Security Pvt. Ltd.
Security Solutions & Manpower Specialists
A1 FORCE SECURITY
Providing security services
& man power solutions
• Apartments
• Malls
• Schools
• Construction
• Hotels and Resorts
• Hospitals
• Retail
• Multiplex
Offices and many more
Contact : +91 99320 21577
Olive House Behind Himcose Bhawan Champasari Kalkut,
Siliguri, West Bengal 734003
Siliguri | Darjeeling | Kolkata

শিক্ষার্থীদের প্রতি

রিঙ্কু মিত্র (পাল)

কল্যানী, নদীয়া।

ওরা বিস্ময় ভরা চোখ নিয়ে,
বর্ষে বর্ষে আসে
বিদ্যা মন্দির তলে।
জানতে,পড়তে,লিখতে চায়,
সব অধিকার পেতে চায়।
ওরা, নাচে, গায়, হাসে খেলে,
আনন্দের সাথে শেখে।
অবশেষে চলে যায়
অন্য কোনো উচ্চ বিদ্যাপীঠে।
কেউ বা হারিয়ে যায়
জীবনের স্রোতে।
ওরা, বিদায় নেবার কালে--
প্রণামটি সারে।
কেউ যায় অনায়াসে,
কেউ বা কাঁদে, কাঁদায়ে যায়,
দাগ কেটে যায় মনে।
আগামীকাল থেকে আর--
দেখা হবে না,
এই পীঠ তলে।
বড় ব্যথা বাজে বুকে,
জল আসে চোখে,
না পারি রোধীতে।
ওরা,কতটুকু পেয়েছে অধিকার?
কতটুকু হয়েছে চাহিদা পূরণ?
ওদের, কত করেছি বকাবকি,
করেছি শাসন!
ভালো ও বেসেছি,
জড়ায়ে ধরেছি বুকে,
চুমিয়াছি ভালে।
এ জীবনে ওরাই-বা,
কতটুকু করেছে
শ্রদ্ধা ভক্তি?
কজন বা রেখেছে মনে!
" এই তো সেদিন--দুর্গোৎসবে
সবুজ সংঘের মাঠে,
হঠাৎ দেখা অন্তরার সাথে,
উনিশ বছর পর!
ছুটে এসে--কেমন আছি,
জানতে চেয়ে, প্রণাম করে,
দু-হাতে জড়িয়ে ধরল।
ছোট্ট ছেলে আর বরকে বলল,--
এই আমার দিদিমনি!
প্রথমে চিনতে পারিনি,
ওরা লম্বা চুলের মোটা বিনুনি।
বলল চিনতে পারনি--
মনে মনে বলি--
এ যুগে-- তোমার মতো কজন অন্তরা
আছে?"
তবুও ওদের জন্য
খুব মন খারাপ করে।
অন্তরাদের ধরে যে-- রাখতে পারিনে।
"নিয়মের বেড়াজালে
বাধা যে, এ জীবন,
সে জাল ছিঁড়ে ফেলা,
কার সাধ্যি আছে এমন!"
তাই বিদায়ের কালে বলি--
তোমরা ভালো থেকো,
জীবনে অনেক উন্নতি করো,
মানুষের মতো মানুষ হও।

সকলকে বড়দিন ও ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ঃ

এত দ্বেষ

অশোক পাল
(ফুলবাগান, মূর্শিদাবাদ)

একটা সময় আসে সবার এ জীবনে
সময় কাটতেই চায় না
এক একটা মুহূর্ত যেন অনন্তকালের
প্রতীক্ষা--
আর এখন একেকটা বছর কত সহজেই
ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে
যে অন্ধকার সময়ে চলেছি
মনে হয় আরও দ্রুত হারাক এ সময়
চারপাশে ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের আস্ফালন
বিষবৃক্ষ মহীরুহ হয়ে উঠেছে!
মন্দির মসজিদ গীর্জা ধর্ম ব্যাপারিদের
জিম্মায়--
সাথে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক কুশীলব
সমাজবিরোধীরা সমাজ পতি!
একবৃন্তে দুটি কুসুম--এতটা বছর অনুশীলন
করার পরেও
মহা মানবের সাগরতীরে এত আবর্জনা!
মনের কোনে সঙ্গোপনে লালনপালন করে
চলেছি
মানবতার পূজারীরা কোনঠাসা
বিবেধের কারবারিরা সম্প্রীতি নষ্ট করে
আখের গোছাতে মত্ত
এত দ্বেষ-- এ কার দেশ কোন দেশ
যেখানে এত অন্ধকার
মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার!

বিশ্বশান্তির বার্তা

ডঃ অসমঞ্জ সরকার
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

এই কোলাহলময় যান্ত্রিক জগতে।
ব্যস্ত সবাই নিজ নিজ কর্মে মেতে।
সময় নেই কারও খোঁজ নেবার।
পাড়াপড়শির ও আর সবার।
সময় নেই কারও দেখভাল করবার।
ক্ষুধাতুর নিপীড়িত মানুষগুলোর।
মানুষ সীমাবদ্ধ তার ক্ষুদ্র গন্ডির ভেতর।
বাইরের জগতের রাখে না সে খবর।
নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বারবার।
হয় না দ্বিধা অন্যের ক্ষতি করবার।
এই সঙ্কীর্ন হীন মনোবৃত্তির।
আশু পরিবর্তন হওয়া দরকার।
নিজ সঙ্কীর্ন বেষ্টনীর বাইরে।
রয়েছে যে জগৎ চিরায়ত চারিধারে।
তারই সাথে হয়ে একাত্ম, হৃদয় ভরে।
ধন্য সার্থক সে জীবন চিরতরে।
সে জগতের দ্বার সদা খোলা।
যে জন রয় আপন ভোলা।
তুচ্ছ করি নিজ স্বার্থ, আমিত্ব।
সমর্পিত মন-প্রাণ, পরের নিমিত্ত।
পরের তরে যে করে আত্মবলিদান।
ধন্য সে প্রাণ, মহান সে জীবন।
কুর্নিশ জানাই হে বীর নবীন।
বিশ্ব-শান্তি তরে এই আত্মনিবেদন।
হবে নাকো কভু ক্ষীণ, মলিন।
রবে অক্ষয় চিরন্তন চিরকালীন।

Gopal Paul
2026
CELL : 98320-52694
98320-48871
Shyamali Mistanna Bhandar
SMB
শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার
লালা লাজপত রায় রোড, হায়দার পাড়া, শিলিগুড়ি-734006, ফোন: 98320-52694, 98320-48871
All Kinds of Sweets & Dohi available here
WE TAKE ORDERS ALL KINDS OF PARTY & MARRIAGE
সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং নতুন বছর থেকে সুন্দর সুন্দর সব
মিস্টির স্বাদ নিতে যোগাযোগ করুন শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডারে।
2026
2026
Lala Lajpat Rai Road, Haiderpara Bazar, Siliguri-734006

তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে শিশু দিবস ও মহামিলন সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি থানার দুধাজোতে অবস্থিত তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ১৪ নভেম্বর উদযাপিত হলো শিশু দিবস এবং মহামিলন সমাবেশ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘোষপুকুর কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর উমা মাঝি। পাশাপাশি সারদা শিশুতীর্থ বিদ্যামন্দির ও শিশু তীর্থ নার্সারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যোগ দেন মিলনোৎসবে।

তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পুষ্পজিৎ সরকার অনুষ্ঠানে বলেন, 'শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ-- তাদের হাসির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আগামী দিনের আলো।"

পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে শিশু দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস-- প্রতিটি শিশু এক একটি আলোকবর্তিকা, যাদের মেধা, সৃজনশীলতা ও মানবিক গুনাবলিকে বিকশিত করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

আনন্দ, শিক্ষা ও সৌহার্দ্যের পরিবেশে সাজানো এই অনুষ্ঠান। শিশুদের জন্য যেমন উৎসাহের উৎস ছিল, তেমনি শিক্ষক-অভিভাবকদের কাছেও ছিল স্মরনীয় এক দিন।

মুখোমুখি

গোলাপ বর্মন

(মাটিগাড়া)

সিগনালে লাল বাতি
গাড়ি সব দাঁড়িয়ে,
আমরা তখন দু-টাকা দাও
বলি হাত বাড়িয়ে।
পেট চিন চিন ক্ষিদের জ্বালা
সমাজে নাই ঠাঁই
মনে বড় স্বাদ হয় গো
স্কুলে-তে যাই।
তোমার ছোটন স্কুল বাসে
কাঁধে নিয়ে ব্যাগ,
আমরা ছোটন বড় অভাগা
দাও তাড়িয়ে করেছো যে ত্যাগ।
নিস্পাপ হয় শুনেছি শিশুরা
আমরাও চাই শিক্ষা,
বাড়িয়ে দাও সাহায্যের হাত
আমরা করব না আর ভিক্ষা।
তোমাদের দালান বাড়ি
পরিবার নিয়ে সুখী,
নীরবে তাকিয়ে থাকি
যখন হই মুখোমুখি।

With Best Compliments From
J'SON
PHYSIOTHERAPY CENTRE
Pain Relief
Rehabilitation
Wellness
Dr Johnson Christopher PT
M.P.T (Ortho), FMS(Pro), CEWA
ELECTROTHERAPY
MANUAL THERAPY
EXERCISE THERAPY
TAPING & DRY NEEDLING
MANUAL THERAPY
NUTRITION THERAPY
TIME : MONDAY TO SATURDAY : 10 AM TO 2 PM / 4 PM TO 8 PM
FOR APPOINTMENTS CONTACT : 8016595150 | 9563762783
5 & 6 Sidhi Garden, Behind Dhoop Company, Pradhan Nagar, Siliguri-03

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে শিলিগুড়িতে বর্ণাঢ্য ওয়াকাথন ঃ থিম-- নো মোর, ডু মোর ফর ডায়াবেটিস অ্যাট ওয়ার্ক

অর্থাৎ ডায়াবেটিস সম্পর্কে যত বেশি জানবেন, কর্মক্ষেত্রে তত বেশি সচেতনভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন, নিজের ও সহকর্মীদের ভালো রাখতে পারবেন। ডায়াবেটিসের কারণ, নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত চেকআপ-- এই জ্ঞান বাড়ানো ও কর্মস্থলে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলাই থিমের এবারের মূল বার্তা।

দিনটির সূচনা হয় শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ে এক বর্ণাঢ্য সচেতনতা ওয়াকাথন দিয়ে। আয়োজক সংগঠন নর্থবেঙ্গল ডায়াবেটিস এওয়ারনেস সোসাইটির উদ্যোগে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ হিরন্ময় পাল, কোষাধ্যক্ষ ডাঃ আশুতোষ ঘোষ, সহসভাপতি ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল সহ অন্যান্য সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নার্সিং ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষা, সেখানকার বহু শিক্ষানবীশ নার্স, এসএসবির বিশেষ ব্যান্ড, কামতাপুরি জনজাতি ও আদিবাসী সাংস্কৃতিক দলের শিল্পীরা।

এছাড়া ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট সমাজসেবী তরুন মাইতি, দ্য হিমালয়ান আই ইনস্টিটিউটের সমাজসেবী কমলেশ গুহ, সমাজসেবী সুকান্ত বসু সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। মুখ্য অতিথি প্রবীন চিকিৎসক ডাঃ মনোরঞ্জন সাহা এবং আয়োজক সংগঠনের সভাপতি ডাঃ হিরন্ময় পাল এয়ারভিউ মোড় থেকে এই ওয়াকাথনের ফ্যাগ-অফ করেন। শুরু হওয়ার আগে হোটেল চত্বরে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সভায় দুজনই ডায়াবেটিসের প্রভাব, সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা এবং এবারের থিমের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

ভোরের শীতল পরিবেশে শুরু হওয়া সেই ওয়াকাথন এয়ারভিউ মোড় থেকে ভেনাস মোড়, বিধান রোড, পানিট্যাঙ্কি মোড় ও সেবক রোড ঘুরে আবার এয়ারভিউ মোড়ে ফিরে আসে। শহরের ভোরের পথিকেরাও আগ্রহ নিয়ে সচেতনতা উপভোগ করেন।

ওয়াকাথান শেষে লাইফস্টাইল হোটেল চত্বরে নর্থবেঙ্গল ডায়াবেটিস এওয়ারনেস সোসাইটির পক্ষ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ব্লাড সুগার টেস্ট সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় ডায়াবেটিস সচেতনতামূলক আলোচনা সভা এবং নার্সদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষন শিবির।

নর্থবেঙ্গল ডায়াবেটিস এওয়ারনেস সোসাইটির এই উদ্যোগ শহর জুড়ে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। আগামী বছর ২০২৬ সালেও এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে।

সমগ্র শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গবাসীকে আমাদের তরফ থেকে শুভ বড় দিন এবং ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা --

Lakraz Wishes all of you for MERRY CHRISTMASS and HAPPY NEW YEAR

RODA
FRED
FREEDA
AND
FRANK

NETAJI NAGAR,CHAMPASARI
SILIGURI--3

কলাঙ্গনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রম জীবনের জীবনগাঁথা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গত ২৩শে নভেম্বর শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী প্রেক্ষাগৃহের সুরেন্দ্র মঞ্চে কলাঙ্গনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে সাজানো এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতি অনুরাগীরা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বিজন ঘোষ, বাচিক শিল্পী ভাস্বতী চক্রবর্তী, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব চম্পক চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীত শিক্ষা গুরু স্বপন দে এবং খবরের ঘন্টার সম্পাদক সাংবাদিক বাপি ঘোষ। উদ্বোধনী সঙ্গীত, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও দীপ মন্ত্র উচ্চারনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। কলাঙ্গনের কর্ণধার পৃথা সেন স্বাগত ভাষনে সকল অতিথি ও দর্শকদের অভিনন্দন জানান এবং কলাঙ্গনের সদস্যারা অতিথিদের আন্তরিকভাবে বরন করে নেন।

এরপর শুরু হয় মূল সাংস্কৃতিক পর্ব। ‘‘চিঠি --দুটি মনের সেতুপথ’’ শীর্ষক এই পরিবেশনায় চিঠির মাধ্যমে মানুষের অন্তরাত্মার অনুভূতি প্রকাশের বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরা হয়। আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে হারিয়ে যেতে বসা চিঠির আবেগ ও মানসিক প্রশান্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন কলাঙ্গনের ছাত্রীরা কবিতার আকারে। চিঠি-কবিতা পাঠ করেন পপি কুন্ডু, ডলি ঘোষ, পূজা সাহা ও মৌসুমী সিংহ। সমগ্র পর্বটি পরিচালনা করেন শিক্ষিকা পৃথা সেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিবেশিত হয় গীতি-নৃত্য-কবিতা আলেখ্য ‘‘আত্মার পরমাত্মীয় রবীন্দ্রনাথ ’’। এই পরিবেশনাটি পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও পরিচালনায় ছিলেন পৃথা সেন। ভাষ্য পাঠে অংশ নেন পৃথা সেন, মহুয়া বসু, অনিন্দ্য ঘোষ, রেমা গাঙ্গুলি ও অলকা চক্রবর্তী। নৈবদ্য দলের শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং নৃত্য পরিবেশন করেন মন্দিরা চাকীদাস। সবশেষে শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয় গীতি-নৃত্য-কথা ও কবিতার কোলাজ ‘‘যারা কাজ করে’’। এই কোলাজের গ্রন্থনা , পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন পৃথা সেন। এতে অংশগ্রহন করেন সুপ্তি শূর রায়সেন, তানিয়া দস্তিদার, শোভনা দে ও শর্বরী ঘোষ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়।

এই কোলাজে নৃত্য পরিবেশন করেন জাতবেদা ও সম্প্রদায় , শুভব্রত দাস, শিশু শিল্পী মিশিকা দাস, তমিশ্রা বেরা, প্রীতি সিংহ। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন সুদীপা সরকার। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী জ্যোতির্ময় সেন অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়া কথা মঞ্জরীর শিল্পীরা একটি আলেখ্য ও সপ্তক সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট সঞ্চালিকা জুঁই ভট্টাচার্য।

বার্লিন কফি হাউসে বড় দিনের কেক মিক্সিং সেরিমনি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ২৫ ডিসেম্বর এগিয়ে আসতেই চারদিকে শুরু হয় বড়দিনের প্রস্তুতি। সেই আবহেই শুক্রবার ৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির সেবক রোডে অবস্থিত এক্রোপলিস মলের চতুর্থ তলায় বার্লিন কফি হাউসে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য কেক মিক্সিং সেরিমনি। প্রভু যীশুর জন্মোৎসবকে সামনে রেখে ক্রিসমাস কেক যে উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষন --সেই কেক প্রস্তুতির আনুষ্ঠানিক সূচনা করতেই এই বিশেষ আয়োজন। সেই কেক মিক্সিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইআইএইচএম এর হোটেল ম্যানেজমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি অংশ নেন প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টর ও বার্লিন কফি হাউসের অন্যতম কর্মকর্তা এলেন বিশ্বাস, তাঁর স্ত্রী তেনজিং বিশ্বাস সহ অন্যান্য অতিথিরা। উৎসবের এই প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ছিল বাড়তি আনন্দ ও উচ্ছ্বাস। শিলিগুড়ি বা দার্জিলিং জেলার জনপ্রিয় রেস্তরাঁগুলোর মধ্যে বার্লিন কফি হাউস অন্যতম। মাটিগাড়া সিটি সেন্টারের পাশাপাশি এক্রোপলিস মলেও তাদের আউটলেট রয়েছে। সেখানেই শুক্রবারের এই আয়োজনকে ঘিরে জমে ওঠে সুন্দর পরিবেশ। বড়দিন ও নববর্ষের প্রাক্কালে কেক মিক্সিং সেরিমনি স্বাভাবিকভাবেই উৎসবের উচ্ছ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

এলেন বিশ্বাস ও তেনজিং বিশ্বাস সকলকে আগাম বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে জানান, ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে বার্লিন কফি হাউসের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্রিসমাস মিল এরও বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যা নতুন বছরের শুরু পর্যন্ত চলবে। এদিন বড়দিনকে কেন্দ্র করে আরও বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও জানান এলেন বিশ্বাস। তিনি বলেন, শিলিগুড়ি লাগোয়া শালুগাড়ায় মাসি মন্ডলি চার্চের তরফ থেকে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রাক বড়দিনের ক্যারল থেকে শুরু করে প্রভু যীশুর জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বড়দিনের মূল বার্তা-- শান্তি ও ভালোবাসা-- পৌঁছে দিতেই তাদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা, এমনটাই জানান আয়োজকরা।

বড়দিনে তরুন সমাজের জন্য প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বর্তমান প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে ক্রমশ কমছে সহনশীলতা। ক্ষুদ্র মনোমালিন্য, মানসিক চাপ কিংবা আবেগের বশবর্তী হয়ে অল্প বয়সেই অনেকেই অসহিষ্ণু আচরনে জড়িয়ে পড়ছে। এর জেরে পরিবারগুলো দুশ্চিন্তায় পড়ছে। বিশেষত কিছু তরুন-তরুনী বাড়ি থেকে রাগ করে বেরিয়ে যাওয়ার পর পাচার চক্রের ফাঁদে পড়ে মারাত্মক বিপদের মুখে পড়ছে--নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাঁদের অমূল্য জীবন।

সব ছেলেমেয়ে নয় -- কিন্তু একটি বড় অংশের মধ্যে এই অসহিষ্ণুতা সমাজে নতুন সঙ্কট তৈরি করছে। জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে বহু পরিবার আজ এই সমস্যায় বিপর্যস্ত। মানবজীবন অত্যন্ত মূল্যবান--সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পাঠিয়েছেন সমাজকে সুন্দর করে তোলার উদ্দেশ্যে। তাই জীবনের প্রতি অবহেলা বা তা ধ্বংস করার কোনো যুক্তি নেই।

এই বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বড়দিন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রার্থনায় বসছেন শিলিগুড়ি চম্পাসারি সমরনগর এলাকার সমাজসেবী প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া। সারা বছর নীরবে সমাজসেবা করলেও কখনও প্রচারে আসতে চান না তিনি। বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রিসকিল্লাদেবী বলেন,'আমাদের আগামী প্রজন্ম যদি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে, তবে আমরা আরও সুস্থ সমাজ ও দেশ পাবো। কিছু ছেলেমেয়ে অসহিষ্ণুতার কারণে যেন ভুল পথে না যায়-- সেই জন্যই আমরা প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা করছি।"

তাঁর কথায়, প্রভু যীশুখ্রিস্ট বলেছেন--"তোমরা যা প্রার্থনা করবে,তাই পাবে।" এই আশ্বাস মনে রেখে তিনি ও তাঁর সহযাত্রীরা সব তরুন-তরুনীর মঙ্গল কামনায় বড়দিন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রার্থনা করবেন।

'খবরের ঘন্টার সঙ্গে কথা বলার সময় প্রিসকিল্লাদেবীর দিদি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সেই শোক উপেক্ষা করে প্রিসকিল্লাদেবী খবরের ঘন্টার সঙ্গে কথা বলেন। এর দ্বারা তাঁর অসামান্য মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। '

ঘাড়-কোমড়-হাঁটুর ব্যথার চিকিৎসায় ফিজিওথেরাপিস্ট জনসন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে টান, হাঁটুতে যন্ত্রনা-- আধুনিক যুগে এ যেন প্রতিদিনের সঙ্গী। বয়স নির্বিশেষে ছোট থেকে বড়--প্রায় সবাই আজ বিভিন্ন ধরনের ব্যথার সমস্যায় ভুগছেন। মোবাইল ও কম্পিউটারের অতিরিক্ত ব্যবহার, দীর্ঘক্ষন বসে কাজ করা এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এই ব্যথার অন্যতম কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ব্যথা উপশম ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন শিলিগুড়ির অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্ট জনসন ক্রিস্টোফার। তাঁর মতে-- প্রতিদিন নিয়মিত ব্যায়াম ও হাঁটাহাঁটি করতে হবে, ফার্স্ট ফুড, তেল-মশলাযুক্ত খাবার, অতিরিক্ত চিনি-- এসব থেকে দূরে থাকতে হবে। রাতে পর্যাপ্ত ঘুম প্রয়োজন-- বিশেষ করে রাত এগারটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত শরীরকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়াই শ্রেয়। শিলিগুড়ির প্রধানগরের ধূপ কোম্পানির পাশে অবস্থিত তাঁর পরিচিত ফিজিওথেরাপি কেন্দ্র ‘‘জে-সন ফিজিওথেরাপি সেন্টার’’--পেইন রিলিফ, রিহ্যাবিলেশন এবং ওয়েলনেসের জন্য বহু মানুষের ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে। সেন্টারের সময়সূচি ঃ সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো, বিকেল চারটে থেকে রাক আটটা। যোগাযোগ ঃ ৮০১৬৫৯৫১৫০

এখানে অত্যন্ত যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে চিকিৎসা করা হয়-- আর্থাইটিস,জয়েন্ট স্টিফনেস, মাসল স্ট্রেইন,স্ট্রোক রিহ্যাব, লো ব্যাক পেইন, শোল্ডার পেইন, হিল পেইন, স্পোর্টস ইনজুরি, ফ্রোজেন শোল্ডার, স্পনডিলাইসিস, স্পাইনাল কর্ড ও নার্ভ ইনজুরি, লিগামেন্ট ইনজুরি-- সহ বিভিন্ন ব্যথার জটিল সমস্যায় শুধু প্রধাননগরেই নয়, চম্পাসারির মহিষমারি ও কদমতলা এলাকাতেও ফিজিওথেরাপিস্ট জনসন ক্রিস্টোফারের চেম্বার রয়েছে। প্রতিদিনই বহু রোগী ব্যথা উপশমের আশায় তাঁর চিকিৎসাকেন্দ্রে ভিড় করছেন।

মানুষের জীবনযাপনে বাড়তে থাকা শারীরিক যন্ত্রনার মাঝেও জনসন ক্রিস্টোফারের পরামর্শ ও চিকিৎসা বহু রোগীর কাছে স্বস্তির বার্তা হয়ে উঠছে।

পরিবেশ সচেতনতা ও সুস্থ সংস্কৃতির বার্তা নিয়ে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মহানন্দা নদী সংরক্ষন, পরিবেশ রক্ষার আহ্বান এবং উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতিকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে শিলিগুড়িতে আবারও আয়োজন করা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা। শহরের সূর্যসেন পার্কের পাশে মহানন্দা নদীর তীরে অনুষ্ঠিত এই মেলা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিশিষ্ট নাগরিক নিধভূষন দাস, বিদ্যাপতি আগরওয়ালা সহ অন্যান্যরা মেলার বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তুলে ধরেন। তাঁরা জানান, প্রতি বছরের মতো এবছরও মেলায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিল্প সাধনার প্রদর্শনীর সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও সম্মান জানানো হবে।

এবারের উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হবে শিলিগুড়ির সূর্যসেন পার্ক সংলগ্ন মেলা প্রাঙ্গনে। ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে মেলা চলবে ৪ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। ২৪ ডিসেম্বর দুপুর আড়াইটায় কাঞ্চনজঙ্ঘা মেলা প্রাঙ্গন থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। শোভাযাত্রাটি সূর্যসেন পার্কের মেলা প্রাঙ্গনে গিয়ে শেষ হবে। একই দিন বিকেলেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে।

প্রতি বছরের মতো এবছরও থাকছে বহু স্টল, স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা এবং নানান সাংস্কৃতিক আয়োজন। মেলার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার কথা সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরে উদ্যোক্তারা জানান, উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি , পরিবেশ ও সমাজচেতনার মিলিত উৎসব হিসাবে এই পৌষ মেলাকে আরও সমৃদ্ধরূপে উপস্থাপন করাই তাঁদের লক্ষ্য। মেলার মাধ্যমে নদী ও পরিবেশ রক্ষা, নদীর চর দখল বন্ধ করার বার্তা দেওয়া হয় যা এক নজিরবিহীন বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

সকলকে বড়দিন ও ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ঃ
বড়দিন হয়ে উঠুক ঐশ্বরিক প্রেমকে অনুভব করার দিন--
যে প্রেম প্রভু যীশুর মাধ্যমে জগতে এসেছিলো

চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী
ও পরিবার
হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

সকলকে বড়দিন ও ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ঃ
তোমরা প্রত্যেকে যেমন বরদান পেয়েছো, তেমনি ঈশ্বরের বিভিন্ন অনুগ্রহের উত্তম অধ্যক্ষের মতো সেই বরদানগুলিকে অপরের সেবায় ব্যবহার করো ঃপবিত্র বাইবেল
শুভ বড়দিন সুখে শান্তিতে এবং সেবার মাধ্যমে পালিত হোক --

বেটার টুমোরো ফাউন্ডেশন (এন জি ও)
হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

নতুন বছরের ভাবনায়

সুজিত ঘোষ (বাপি)

সকলকে ইংরেজি নতুন বছর ২০২৬ সালের আগাম শুভেচ্ছা। ইংরেজি নতুন বছরকে সামনে রেখে অনেকের অনেক কিছু ভাবনাচিন্তা থাকে ।আমারও কিছু ভাবনা বা কর্মসূচির কথা আমি শেয়ার করছি। প্রথমত বছর শুরুর দিনে পয়লা জানুয়ারি আমার মা প্রয়াত পারুল ঘোষের মৃত্যু বার্ষিকী। ২০২০ সালের পয়লা জানুয়ারি আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আর ২০১৬ সালের ৬ এপ্রিল আমার বাবা গান্ধী ঘোষের মৃত্যু হয়েছিল। বাবা মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অঙ্গ হিসাবে আমি প্রতিবছর পয়লা জানুয়ারি গরিবদুঃখীদের মধ্যে কম্বল বিতরন করি। আমার শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ঘুঘনি মোড় লাগোয়া ঘোষ কন্সট্রাকশনে সেই কম্বল বিতরন অনুষ্ঠান হয়। এবারও তা হবে। নতুন বছরকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া এলাকাতে আমি আরও কিছু কাজ করতে চাই। হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বলছি, নতুন বছরে আমরা বাজার এলাকাতে আরও কিছু ক্যামেরা লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছি। পুরসভা আমাদের বাজার এলাকার একটি অংশে শেড দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। মাছ বাজারে আমরা কিছু জলের বন্দোবস্ত করেছি, আরও কিছু জলের বন্দোবস্ত হবে নতুন বছরে। মহিলাদের জন্য বাজার এলাকায় শৌচালয় তৈরিরও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সামনেই মাছ বাজার এলাকায় অন্য বছরের মতো এবারেও শনি পুজো ও গঙ্গা পুজো হবে। বাজার এলাকার প্রধান রাস্তায় যাতে যানজট কম হয় তারজন্যও আমরা ট্রাফিক পুলিশকে আবারও চিঠি দেবো। ট্রাফিক পুলিশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা চাই সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত বাজারের প্রধান রাস্তায় যাতে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন হয় তারজন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হোক। তাছাড়া নতুন বছরে আমরা আমাদের সামাজিক ও মানবিক প্রয়াস চালিয়ে যাবো যেমন রক্তদান শিবির ইত্যাদি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা

দূরাভাষ ঃ ৯৪৩৪২২১১৭৫

কৌস্তুভ দত্ত

রোজলি দত্ত

কৌণিক দত্ত

ও

ক্রিস্টোভ দত্ত

শক্তিগড়, শিলিগুড়ি।

With Best Compliments From :

Ph. 9832028164

IMGK

JAGADISH SARKAR

জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

যুগ্ম সম্পাদক

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

শিলিগুড়িতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছবে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে রান্না খাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আজকাল সুস্থ থাকাই যেন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পেটের সমস্যা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ-- একটার পর একটা রোগ নীরবে গ্রাস করছে মানুষকে। চিকিৎসকদের মতে, এগুলো কোনো হঠাৎ রোগ নয়, বরং ভুল জীবনযাপন আর খাদ্যাভাস থেকেই জন্ম নিচ্ছে। এগুলোকে বলা হচ্ছে লাইফস্টাইল ডিজিজ। বাজারে ভেজাল খাদ্য, রাসায়নিক সার ব্যবহার করে উৎপাদিত শাকসব্জি, আর তার সঙ্গে বাইরে হোটেল বা ফার্স্ট ফুডের বাসি ও তেল-মশলায় ভরা খাবার-- সব মিলিয়েই বাড়ছে অসুখের ঝুঁকি।

এই প্রেক্ষাপটে নতুন বছরের মুখে রোগী ও স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের জন্য এক অভিনব উদ্যোগ নিলো শিলিগুড়ির মাতঙ্গিনী ক্যাটারার। শিলিগুড়ির আশিঘর মোড়ে অবস্থিত তাদের রেস্তরাঁ ‘‘চলো বাংলায় ’’ এবার থেকে পেঁপের তরকারি,সিং মাছের ঝোল, লাউয়ের তরকারি , সুক্তোর মতো সম্পূর্ন ঘরোয়া ও রোগীবান্ধব খাবার রান্না করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে।

মাতঙ্গিনী ক্যাটারারের কর্ণধার সঞ্জীব কুমার দাস জানান, কোনও রোগীর পরিবার তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবারের অর্ডার দিলেই সেই অনুযায়ী রান্না করে খাবার সরাসরি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। খাবারে থাকবে না অতিরিক্ত তেল, ঝাল বা ভারী মশলা। একেবারেই হালকা, স্বাস্থ্যকর এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে তৈরি খাবারই পরিবেশন করা হবে।

সঞ্জীববাবুর কথায়, ‘‘ শিলিগুড়ি শহরে এখন হোটেল-রেস্তরাঁর অভাব নেই, কিন্তু প্রায় প্রতিটি ঘরেই রয়েছেন কোনোও না কোনো রোগী। ডাক্তাররাও বারবার বলছেন--বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন, ঘরোয়া খাবার খান। সেই প্রয়োজন থেকেই ‘‘চলো বাংলা’’ এই উদ্যোগ নিয়েছে।

রোগী ও স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের জন্য এই ধরনের পরিষেবা শিলিগুড়িতে নিঃসন্দেহে এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে বলে মনে করছেন শহরবাসী। যোগাযোগ নম্বর ঃ ৯৪৩৪৪৯৮৪৯৪/৯৮৩২০১৫৫৮৩/টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮০০১২৩৮০২২

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব

শিলিগুড়ি

সকলকে বড় দিন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুডি

নতুন বছরের মঙ্গল কামনা

ভাস্কর বিশ্বাস

(ইঞ্জিনীয়ার এবং সমাজসেবী, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে নতুন ইংরেজি বছর ২০২৬ সালের আগাম শুভেচ্ছা। দেখতে দেখতে আমরা একটা বছর পেরিয়ে গেলাম। নতুন বছর সকলের জীবনে শুভ বার্তা নিয়ে আসুক এমনটাই চাই। সকলের মঙ্গল কামনা করি। আমি নির্মান শিল্পের সঙ্গে যুক্ত একজন ইঞ্জিনীয়ার। সেই হিসাবে বিভিন্ন নির্মান কাজের প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকলেও সবসময় চেষ্টা করে গিয়েছি, পরিবেশ কিভাবে ভালো থাকবে। কেননা, আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে এই পরিবেশের প্রতি। বিশ্ব জুড়ে যেভাবে উষ্ণায়ন বাড়ছে সেই হিসাবে প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব এই পরিবেশকে রক্ষা করা। আমাদের আগামী প্রজন্মের স্বার্থে পরিবেশ রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। সেই কাজে এগিয়ে আসতে হবে নির্মান শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলকেই। আমি শিলিগুড়ির ঐতিহ্যমন্ডিত আনন্দময়ী কালিবাড়ির সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। সেখানে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করছি। সবসময় কালিবাড়ির সকলকে নিয়ে আমরা মায়ের পুজোর সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক, সামাজিক সহ বিভিন্ন কাজ করে চলেছি ধারাবাহিকভাবে। নতুন বছরে তা আরও বেশি করে আয়োজিত হবে। বিভিন্ন গরিব মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা আনন্দময়ী কালিবাড়ি চত্বরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে থাকি। তার পাশাপাশি চলে রক্তদান। আমরা মনে করি, মানুষের সেবাই ঈশ্বর সেবা। নতুন বছর ২০২৬ সালে আনন্দময়ী কালিবাড়ি চত্বরে অনেক কিছু অনুষ্ঠান হতে চলেছে। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড। আমরা তা দেখতে পারবেন খবরের ঘন্টা সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। সবাই ভালো থাকবেন।

বড় দিন-সময়ের নির্ঘন্টে নয় কিন্তু হৃদয়ের প্রসারতায় দীর্ঘ

চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী (হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

আমরা ২০২৫ এর শেষ মাস বা প্রান্ত সীমাতে এসে উপস্থিত হয়েছি আর এখন আমরা অপেক্ষা করছি ২০২৬ এর জন্য। আর যখনই কোনো নতুন বছর আসার সময় ঘনিয়ে আসে তখন প্রত্যেকের মনে একটা আশা থাকে যে আগামী বছরটা নিশ্চয়ই এই বছরের তুলনায় ভালোভাবে কাটবে বা আগামী বছরটা এই বছরের তুলনায় আমি আরো সুন্দরভাবে অতিবাহিত করতে পারবো। এই ধরনের প্রতীক্ষার নাম হয়ে উঠতে পারে বিশ্বাস -- কেননা মানুষ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়ে চলেছে। ঠিক একইভাবে বাইবেল ভবিষ্যৎবাণীমূলক পাঠগুলি পড়লে তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে মানুষ কে কয়েকশো বছর প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল সেই বিশ্বাস নিয়ে যে একজন মুক্তিদাতা বা উদ্ধার কর্তা জন্মগ্রহন করবেন। তারপর প্রভু যীশুখ্রিস্ট যখন এই পৃথিবীতে এলেন তখন উনার প্রদত্ত দর্শন, প্রদত্ত বানী, ওনার প্রদত্ত উপদেশ থেকে মানুষ বুঝতে পারলো যে উনি এসেছেন সমগ্র পৃথিবীর জন্য বা সমগ্র মানবকুলের নিমিত্ত --মানুষকে নতুন জীবন প্রদান করতে।

নিম্নলিখিত দুটো বাইবেলের পথ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে উনি সমগ্র জগতকে বা সমগ্র পৃথিবীকে একটা নতুন পথ দেখাতে বা একটা নতুন দিশা দেখাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই পথ দুটির মধ্যে একটি হলো ঃ ‘‘কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন যেন যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।’’ আবার আরেকটি বাইবেলের পদ বলথে যে ,‘‘ওই দেখো ঈশ্বরের মেশ শাবক যিনি জগতের পাপভাব নিজের কাঁধে তুলে নেবার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন।

প্রত্যেক বছর আমরা ডিসেম্বরে এসে অনেক সময় মূল্যায়ন করি যে আমাদের বিগত বছরটি কিভাবে কাটলো এবং একই সাথে আমরা আগামী বছরের জন্যেও কিন্তু নতুন কিছু পরিকল্পনা করে থাকি একইভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরমেশ্বর পিতাও কিন্তু

একজন পরিকল্পনাকারী আর ওনার সমস্ত পরিকল্পনা প্রধানত সমগ্র মানবজাতির কল্যানের জন্য, সমগ্র মানবজাতির উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে প্রেম প্রীতি পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য।

কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র নিজের প্রচেষ্টায় বা নিজের শক্তিতে বা নিজের পরিশ্রমের দ্বারা কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্নরূপে সফলতা করতে পারে না বা সফলতা পেলেও তার জীবনে যে শান্তির প্রয়োজন বা নিজের জীবনে যে একটা আত্ম সন্তুষ্টির প্রয়োজন সেখানে একটা অভাব থেকে যায়।

মানুষকে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গমনাগমন করাতে হবে যেটা মানুষ জাগতিকভাবে অর্জন করতে পারে না বা এমন একটি সন্তোষজনক পরিস্থিতি, যে সন্তোষজনক পরিস্থিতিটা চাহিদা পূরনের মাধ্যমেই যে সম্ভব হবে তা কিন্তু নয় এটা একটা ঈশ্বর প্রদত্ত মানসিক প্রশান্তি। যতক্ষন না কোনো ব্যক্তি এই ঈশ্বর পরিহিত পরিস্থিতিটাকে স্বয়ং উপলব্ধি না করতে পারবেন সেই ব্যক্তিকে শুধুমাত্র মুখে বলে অন্য কেউ বোঝাতে পারবেন না।

বর্তমান পৃথিবীর মানুষ লাগামবিহীন প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে চলছে --কিন্তু সেই প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীরা নিজেরাও জানেন না-- কোন অভীষ্টের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছেন।

মানুষের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বা অভীষ্ট-- যেটা হলো পাপের ক্ষমা এবং শাশ্বত জীবন, অবিনশ্বর ঈশ্বরের সাথে পিতাপুত্রের সম্পর্কে অবস্থান, সেই পথ দেখাতেই করুনাময় ঈশ্বর স্বয়ং নিজ পরিকল্পনা অনুসারে সেই অপার্থিব শান্তি দেবার জন্য পৃথিবীতে প্রভু যীশু রুপে এসেছিলেন।

তাই বড় দিনের আলোকসজ্জা কিংবা গির্জার ঘন্টাধ্বনি এটাই স্মরন করায় যে--প্রভু যীশু এসেছেন মানব ও ঈশ্বরের মিলন সেতুরুপে-- যে সেতু দিয়ে গমন করলে অনাস্বাদিত আনন্দ উপলব্ধি করা যায়।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY
Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'
আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।
আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125
IFSC CODE, SBIN0014549
Google pay, phonepe no 7908846581

আমার পাড়ায় আমিই সেরা

মিতা সেন
(সভাপতি, শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে ইংরেজ নতুন বছর ২০২৬ সালের আগাম শুভেচ্ছা ।নতুন বছর উপলক্ষ্যে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কিছু কর্মসূচি গ্রহন করছে। এমনিতে সারা বছর ধরেই আমাদের কর্মসূচি চলে। নতুন বছরেও সেইসব কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। প্রথমত আমাদের নতুন বছরে শুরু হতে চলেছে কর্মসূচি , আমার পাড়ায় আমিই সেরা ।এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ছোট ছোট শিশুদের প্রতিভা তুলে ধরা এবং তাদের উৎসাহিত করার জন্য অঙ্কন, সঙ্গীত ,নৃত্য , কবিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা নতুন বছরে আয়োজন করতে চলেছি উত্তরবঙ্গ ফুটবল কাপ ২০২৬। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে আমাদের যে আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রম শুরু হয়েছে সেই আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রমের অসহায় বৃদ্ধদের জন্য আমরা আরও উন্নত মানের কিছু ব্যবস্থা শুরু করার বিষয়টি ভাবছি। আমরা সারা বছর ধরেই অতীতে পিছিয়ে পড়া বাগানগুলোতে জামাকাপড় বিতরন করেছি, এবারও সেই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। রক্তের সঙ্কট মেটাতে আমরা বছরে কমপক্ষে দুটি রক্তদান শিবির আয়োজন করে থাকি। এবারও তা এই নতুন বছরে অব্যাহত থাকবে। প্রতি রবিবার আমরা ত্রিশ জন ভবঘুরের মধ্যে ডিম ভাতের ব্যবস্থা করে থাকি। এবার ২০২৬ সাল থেকে সেটা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছি, এবারে চল্লিশ জনের ডিম ভাতের বন্দোবস্ত হচ্ছে।

এভাবেই চলতে থাকবে আমাদের বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি। আমরা মনে করি মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। সেই ভাবনা থেকে আমাদের এই ধরনের সব আয়োজন। আর বহু শুভানুধ্যায়ী সংবেদনশীল মানুষ আমাদের সেই সব কর্মসূচিকে এগিয়ে দিতে সহযোগিতা করে থাকেন। আশা করি, নতুন বছরেই সেই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আমরা নতুন বছরে সকলের মঙ্গল কামনা করি।

The Christmas Gathering

SHRADDHA TIRKEY (RANCHI)

The best time of the year has arrived, Sky enveloped in fog - dense & wide. String lights forming sky above streets, Malls possessing huge Christmas trees. Santa riding sleigh held from the ceiling, Crib by the entrance was most appealing. Cakes & muffins adding tinge to delicacies, Poinsettias seem blushing out of ecstasy. Schools have shut down for the festivity, But this doesn't ends children's activity. Canvassing doors delivering carol greets, Preparing skit for the Christmas meets.

Nativity scene displayed in each housing, We delight over that Christmas gathering. Akin we tirelessly await the homecoming, Of our dear ones from distant countries. Who migrate to their nest during holidays.

Uniting to celebrate the Christmas day. All the preparations feel incomplete, Until our dear ones join us for retreat. As Christmas imparts love & togetherness, People often return to their belongingness.

Alike Joseph & Mary returned to Bethlehem,

Where census took place, to record them. They stayed in a barn as they got no dorm, Away in a manger, Jesus was born. Angels departed to propagate the word, Shepherds rejoiced as soon as they heard. Brightest star of that night showed the way, To the three Kings who came all the way; From far-off East to worship the King, They gifted - gold, myrrh & frankincense.

Thus, the gathering we take delight upon, Similar union we long and anticipate for.

Wishing everyone -

Joyous Merry Christmas & Prosperous

New Year.

ভাঙন রুখতে প্রেমই সবচেয়ে বড় শক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রভু যীশুখ্রিস্টের বানী , ‘ তোমরা একে অপরকে ভালোবাসো, যেমন আমি তোমাদের ভালোবেসেছি। ’ “ যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানেই আলো আছে। ” “ ভয় নয়, ভালোবাসাই মানুষের হৃদয় জয় করে। ”

আধুনিক জীবনের ব্যস্ততায় আজ পরিবার ও সমাজে মানুষের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। মোবাইল ফোনে ডুবে থাকার কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও আন্তরিক কথোপকথনের সময় নেই বললেই চলে। এর ফলেই বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন দেখা দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সম্পর্কের বন্ধনকে অটুট রাখতে প্রকৃত ভালোবাসার বিকল্প আর কিছু নেই--এমনই মত প্রকাশ করলেন শিলিগুড়ি প্রধাননগরের জে-সন ফিজিওথেরাপি সেন্টারের বিশিষ্ট ফিজিওথেরাপিস্ট জনসন ক্রিস্টোফার।

বড় দিন ও নতুন ইংরেজি বছর ২০২৬-কে সামনে রেখে খবরের ঘন্টার কাছে নিজের ভাবনা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রেম ও ভালোবাসাই সমাজকে রক্ষা করার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। প্রেমের শক্তিতে পরিবার, সমাজ ও মানবিক সম্পর্কের ভাঙন রোধ করা সম্ভব। তিনি আরও উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান,সমাজের নানা প্রান্তে ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া সহ বহু তরুন-তরুনী মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে নেশার জালে জড়িয়ে পড়ছে, যা আগামী প্রজন্মের জন্য মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। এই যুব সমাজকে অবহেলা না করে ভালোবাসা ও সহানুভূতির মাধ্যমে তাদের বোঝা এবং সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনের পথে ফিরিয়ে আনা আজ অত্যন্ত জরুরি।

জনসন ক্রিস্টোফারের কথায়, যদি এই তরুন প্রজন্ম নেশার কবলে পড়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতের সমাজ আরও অন্ধকারময় হয়ে উঠবে। তাই শাসন নয়, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার মাধ্যমেই তাদের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন।

সবশেষে তিনি বড় দিন ও আগত নতুন ইংরেজি বছর ২০২৬ উপলক্ষ্যে সকলের প্রতি আগাম শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে মানবিক,সুস্থ ও আলোকিত সমাজ গঠনের আহ্বান জানান।

২৫ ডিসেম্বর -- বড় দিন ও ক্যারলের আনন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে পবিত্র ও আনন্দের দিন-- বড়দিন। এই দিনটি যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন হিসেবে সারা বিশ্বে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। বড়দিন মানেই শান্তি, ক্ষমা , মানবপ্রেম ও সহমর্মিতার বার্তা।

বড়দিনের অন্যতম আকর্ষন হলো ক্যারল গান। গির্জা থেকে শুরু করে পাড়া-মহল্লা--সবখানেই শোনা যায় আনন্দমুখর ক্যারলের সুর। “জয় টু দ্য ওয়ার্ল্ড”, ‘সাইলেন্ট নাইট’ এর মতো ক্যারল গান মানুষকে একত্রিত করে, ছড়িয়ে দেয় শান্তি ও সম্প্রীতির আবহ। ক্যারলের মাধ্যমে যীশুর জন্মকথা, মানবকল্যানের বানী ও আনন্দের অনুভূতি সবার হৃদয়ে পৌঁছে যায়।

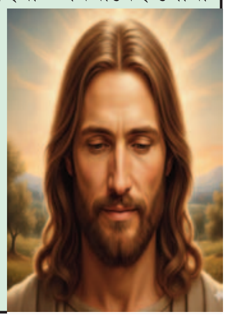

আলোয় সাজানো চার্চ,ক্রিসমাস ট্রি, উপহার বিনিময় আর ক্যারলের সুর--সব মিলিয়ে বড় দিন হয়ে ওঠে ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়ার এক অনন্য উৎসব। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বড় দিন আমাদের শেখায় -- ভালোবাসই সবচেয়ে বড় শক্তি।

নতুন বছরের ভাবনা

নির্মল কুমার পাল
(সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

সকলকে বড় দিন ও ইংরেজি নতুন বছর ২০২৬ সালের আগাম শুভেচ্ছা। নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই থাকলো প্রার্থনা। দেখতে দেখতে আমাদের কালেন্ডারের পাতা থেকে আরও একটি বছর ২০২৫ সাল বিদায়ের মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে।ভালো মন্দ মিলিয়ে ছিলো এই বছর। এই বছরে আমরা দেখেছি উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা। পাহাড় ও ডুয়ার্সে ভয়াবহ বন্যা বহু মানুষকে নিরাশ্রয় করে দেয়। অনেকের প্রানহানিও ঘটে। প্রকৃতি যে আর চাপ নিতে পারছে না তা কিন্তু আমাদের বারবার বার্তা দিয়ে জানিয়েছে। তাই নতুন বছর শুরুর মুহূর্তে আমি বলবো, নতুন বছরের শপথ হোক পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষার। গাছ আমরা অনেক সাফ করে দিয়েছি। ফলে অস্বাভাবিক গরম বাড়ছে। পরিবেশে অক্সিজেন কমছে। দিনকে দিন বাড়ছে দূষন। তার ফলে পরিবেশের ছোট ছোট প্রানীদের অস্তিত্ব ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তারসঙ্গে মানুষও শান্তিতে নেই। দূষনের ফলে মানুষের মধ্যে নানারকম রোগব্যাধি দেখা দিচ্ছে। তাই আমাদের বাঁচার স্বার্থে , আমাদের আগামী প্রজন্মকে বাঁচানোর স্বার্থে আমাদের দরকার বেশি বেশি করে প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষার জন্য চিন্তাভাবনা করা। আমরা আমাদের হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গা পুজোর থিমে এই বিষয়টি বারবার মেলে ধরেছি সচেতনতার জন্য। দ্বিতীয়ত বলতে চাই আমাদের মধ্যে কিন্তু আজকাল নানারকম রোগব্যাধি দেখা দিচ্ছে। বাচ্চা শিশু থেকে শুরু করে বয়স্কদের মধ্যে বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে। এরজন্য পরিবেশ যেমন দায়ী তেমনই আমাদের খাদ্যাভাস ও জীবনশৈলীও দায়ী। শিশুরা আজকাল মাঠ নেই বলে আগের মতো খেলাধূলা করতে পারে না। তারা পড়াশোনার চাপে বেশিরভাগ সময় ঘরবন্দি হয়ে থাকে। তার পাশাপাশি ফার্স্ট ফুড গ্রাস করছে। আর সোশ্যাল মিডিয়ার রমরমা এখন। ফলে মোবাইল সবাই ঘাঁটছে। কিন্তু সেখানেও দূষন। মোবাইলে এমন অনেক জিনিস চলে আসছে যা কম বয়সী শিশুদের মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যেমন ধরুন হিংসার ঘটনা। হিংসার ঘটনা বা নানারকম নেতিবাচক বিষয় দেখলে বা শুনলে কিন্তু মনের দিক থেকে অস্থিরতা তৈরি হয় । বিষয়টি আমাদের চিন্তা করা আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। সবশেষে সকলকে আবারও নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

শিলিগুড়িতে বিশ্ববিখ্যাত জিউ-জিৎসু প্রশিক্ষক মিকো হাইটোনেন, শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরনায় ভরপুর বিশেষ সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আন্তর্জাতিক ব্রাজিলিয়ান জিউ-জিৎসু জগতের বিশ্বখ্যাত প্রশিক্ষক মিকো হাইটোনেনের আগমন উদ্দীপনায় ভরে উঠলো শিলিগুড়ি। মঙ্গলবার তিনি শিলিগুড়ি মহকুমার বিধান নগরের মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলে পৌঁছান। তাঁর উপস্থিতি ঘিরে বিদ্যালয় চত্বরে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্রীড়া, জীবনসংগ্রাম ও সাফল্যের পথ চলা নিয়ে তাঁকে নানা প্রশ্ন করেন।

ছাত্রছাত্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে মিকো হাইটোনেন জানান, দারিদ্র্য ও নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেই তিনি আজকের সাফল্যে পৌঁছেছেন। তাঁর মতে, জীবনে এগিয়ে যাওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো নিজের ওপর অটুট আত্মবিশ্বাস রাখা এবং অন্য মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এই দুটি বিষয়ই একজন মানুষকে ভিতর থেকে শক্তিশালী করে তোলে। মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রতিভাবান ও ব্যতিক্রমী প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম জানান, বিশ্বখ্যাত এই প্রশিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে তিনি ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য জানতে পেরেছেন। বর্তমানে স্পেনে বসবাস করলেও মিকো হাইটোনেন দীর্ঘ সময় ফিনল্যান্ডে কাটিয়েছেন।তিনি জানান, ফিনল্যান্ড বিশ্বের অন্যতম উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার দেশ, যেখানে প্রায় সকল শিক্ষার্থী সরকারি বিদ্যালয়েই পড়াশোনা করে-- যা শিক্ষার সমতা ও মান বজায় রাখার এক অনন্য উদাহরন। সেদিন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে মিকো হাইটোনেনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কুডো প্রশিক্ষক সেনসি সহদেব বর্মন, যাঁর সক্রিয় উদ্যোগেই এই আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষকের শিলিগুড়ি সফর সম্ভব হয়েছে।শিক্ষারত্ন সামসুল আলম বলেন, নিজের ওপর বিশ্বাস, সততা, কঠোর পরিশ্রম এবং অপরকে সাহায্য করার মানসিকতা-- এই গুনগুলো যার মধ্যে থাকে, তাকে সাফল্যের পিছনে ছুটতে হয় না বরং সাফল্যই তার পিছু নেয়।

শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক জিউ-জিৎসু প্রশিক্ষক মিকো হাইটোনেন, বিশেষ প্রশিক্ষন শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট জগতের পরিচিত মুখ, ব্রাজিলিয়ান জিউ-জিৎসুর প্রখ্যাত প্রশিক্ষক মিকো হাইটোনেন সোমবার ১৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি পৌঁছান। মঙ্গলবার বিকেলে তিনি সেবক রোডের উত্তরবঙ্গ মারওয়াড়ি প্যালেসে আয়োজিত বিশেষ জিউ-জিৎসু প্রশিক্ষন শিবিরে অংশ নেন। এই শিবিরে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বহু ছেলেমেয়ে অংশগ্রহন করে।

সেই বিখ্যাত প্রশিক্ষকের সঙ্গে থাকা সেনসি সহদেব বর্মন বলেন, স্পেন থেকে আগত এই আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষকের সরাসরি প্রশিক্ষন পাওয়া শিলিগুড়ির মার্শাল আর্ট অনুরাগীদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ মারওয়াড়ি প্যালেসে এই বিশেষ ঐতিহাসিক ব্রাজিলিয়ান জিউ-জিৎসু সেমিনার ও ট্রেনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৮ ডিসেম্বর ভক্তিনগর পাইপলাইন এলাকায় অবস্থিত সেনসি সহদেব বর্মনের কোচিং কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন মিকো হাইটোনেন।

উল্লেখ্য জিউ-জিৎসু একটি প্রাচীন জাপানি মার্শাল আর্ট যেখানে শক্তির চেয়ে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে প্রতিপক্ষকে নিয়ন্ত্রন করার শিক্ষা দেওয়া হয়।

CHRISTMAS TREE : ITS SIGNIFICANCE

Archbishop Vincent Aind (Ranchi)

Come Christmas and the market is full of various items for decoration. Among many items of decoration Christmas Tree has its significant place. In Rome, St. Peter's Square, Vatican City, every year a tall Christmas Tree is gifted by different countries of Europe in different years. This year 88-foot-tall-spruce-tree is gifted by the Diocese of Bolzano-Bressanone, Bolzano Province of Italy.

What is the significance of the Christmas Tree?

The Christmas Tree signifies LIFE. In the Bible there is a mention of a particular tree in the Eden Garden. Adam and Eve were not to eat of the fruits of that particular tree. But they ate of the forbidden fruit of the tree and were punished by God. In one word, this tree was the cause of the first fall of mankind. The Christmas is the celebration of God Himself coming in the form of man, in a way a new Adam. This new Adam eventually dies on a tree and from there gives a new life, eternal life with His rising from the dead. Hence, the Christmas Tree is a reminder of the Life-giving tree. In other words, Jesus Christ is the new Life-giver, in fact, the giver of eternal life.

The tree planted in the Vatican, St. Peter's Square, remains GREEN for very long time. It remains green even when it's time to uproot it from there. It is usual to associate green with life. Hence, Christmas Tree during the Christmas celebrations is a reminder of the birth of the giver of eternal life. In John 10:28-30 (of the New Testament, Bible) Jesus offers this eternal life!

In this Christmas I wish everyone a freshness in life! May the Life-giver, Jesus Christ, bless you all with joy and peace! Merry Christmas! And in advance, a very happy New Year!

ক্রিসমাস ট্রি ও তার তাৎপর্য্য

আর্চবিশপ ভিনসেন্ট আইন্ড (রাঁচি)

ক্রিসমাস এলেই বাজার ভরে ওঠে নানারকম সাজসজ্জার সামগ্রীতে। এই সব সাজসজ্জার জিনিসের মধ্যে ক্রিসমাস ট্রি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।রোমের ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে প্রতি বছর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন বছরে একটি করে সুউচ্চ ক্রিসমাস ট্রি উপহার দেয়। এ বছর ইতালির বোলজানো প্রদেশের ডায়োসিস অব বোলজানো-ব্রেসানোনে থেকে ৮৮ ফুট উচ্চতার একটি স্প্রুস গাছ উপহার দেওয়া হয়েছে।

তাহলে ক্রিসমাস ট্রির তাৎপর্য কী?

ক্রিসমাস ট্রি জীবনের প্রতীক। বাইবেলে এডেন উদ্যানের একটি বিশেষ গাছের উল্লেখ রয়েছে। সেই গাছের ফল খেতে আদম ও ইভকে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেই নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের দ্বারা দন্ডিত হয়েছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে, সেই গাছই ছিলো মানবজাতির প্রথম পতনের কারণ। ক্রিসমাস হলো ঈশ্বর স্বয়ং মানুষের রুপ ধারণ করে পৃথিবীতে আগমনের উৎসব-- এক অর্থে এক নতুন আদমের আবির্ভাব। এই নতুন আদম শেষ পর্যন্ত একটি গাছের উপরেই মৃত্যুবরন করেন এবং সেখান থেকেই তাঁর পুনরুত্থানের মাধ্যমে চিরন্তন জীবনের নতুন দান দেন। তাই ক্রিসমাস ট্রি জীবনদানকারী গাছের স্মারক। অন্যভাবে বললে, যিশু খ্রিস্টই হলেন নতুন জীবনদাতা-- বরং বলা যায়, চিরন্তন জীবনের দাতা।

ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে রোপন করা গাছটি দীর্ঘসময় পর্যন্ত সবুজ থাকে। এমনকি সেখানে থেকে উপড়ে নেওয়ার সময়েও সেটি সবুজই থাকে।সবুজ রংকে সাধারণত জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাই ক্রিসমাস উদযাপনের সময় ক্রিসমাস ট্রি চিরন্তন জীবনের দাতার জন্মের স্মরণ করিয়ে দেয়। নতুন নিয়মের বাইবেলের যোহন রচিত সুসমাচার ১০ ঃ ২৮-- ৩০ অধ্যায়ে যিশু এই চিরন্তন জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এই ক্রিসমাসে আমি সকলের জীবনে নবীনতার কামনা করি। জীবনদাতা যিশুখ্রিস্ট আপনাদের সকলকে আনন্দ ও শান্তিতে আশীর্বাদ করুন।শুভ বড় দিন ! এবং আগাম জানাই-- নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা !

রাজস্থান থেকে উত্তরবঙ্গ ঃ ঘোমটাপরা এক নারীর অদম্য লড়াইয়ে শিক্ষিত হল কন্যারা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ৯৪ বছরের চম্পাদেবী আগরওয়ালা-- সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও মূল্যবোধে ভরপুর এক অনন্য জীবনযাত্রার নাম।

গঙ্গানগর জেলার ডাবরি গ্রামে জন্ম নেওয়া এই রাজস্থানী পর্দানসীন মহিলার জীবনের পথ চলা বদলে যায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে, যখন তিনি আলিপুরদুয়ারে জেলার জলদাপাড়া সংলগ্ন শালকুমারহাটে আসেন। সেখানেই স্বামী রামকুমার আগরওয়ালার সঙ্গে শুরু হয় নতুন সংসার। প্রথমদিকে ব্যবসায় মিঠুরাম কার্জির সাহায্য পান রামকুমারবাবু। পরবর্তীতে মুদিখানা ও ১৯৫৭ সালে একটি রেশন দোকান খুলে দাঁড় করান জীবিকার পথ।

১৯৭৩ সালে স্বামীর মৃত্যু যেন আছড়ে পড়ে তরুনী চম্পাদেবীর জীবনে। পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলেকে নিয়ে পুরো সংসারের ভার এসে পড়ে তাঁর কাঁধে।তখনকার সমাজে মেয়েদের শিক্ষা ছিল প্রায় নিষিদ্ধের মতো। তবুও স্বামী রামকুমারবাবুর স্বপ্ন-- মেয়েদের পড়াশোনাকে নিজের দৃঢ় সঙ্কল্পে রুপ দেন চম্পাদেবী।

শালকুমারহাট থেকে শিলিগুড়িতে বাড়ি ভাড়া করে সন্তানের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া ছিল এক বিরাট লড়াই। কখনও বাসে , কখনো গরুর গাড়িতে বা রিকশা ভ্যানে দীর্ঘ পথ অতিক্রম-- সবটাই মেয়েদের পড়ানোর দৃঢ় বিশ্বাস থেকে। কখনো অনাহারেও থেকেছেন, কিন্তু তাঁর একটাই কথা--" মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে। তারা উন্নতি না করলে সমাজই এগোতে পারবে না। "

শুধু সংসারের দায়িত্ব নয়, শিলিগুড়িতে এসে তিনি অংশীদারিত্বে প্লাস্টিকের জ্যারিকেন তৈরির ব্যবসাও পরিচালনা করেন-- অদম্য সংগ্রামের সেই পথকে আরও দৃঢ় করতে।

সময় গড়িয়েছে। আজ তাঁদের সন্তানরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত-- জ্যোৎস্না আগরওয়ালা-- আইনজীবী, সমাজসেবী, পরিবেশকর্মী। পৌষ মেলা থেকে মহানন্দা বাঁচাও আন্দোলন-- সবেতেই তার সক্রিয় ভূমিকা। বিদ্যাবতী আগরওয়ালা-- শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপিকা, সমাজসেবায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত। দুই পুত্র কেশব ও মহাবীর আগরওয়ালা-- প্রাণী সেবা ও সামাজিক যুক্ত।

চম্পাদেবী এখনও নিয়মমাফিক রুটিন মেনে চলেন। ভোর চারটেতে ওঠেন, ব্রহ্ম স্নান, গীতা পাঠ এবং সংবাদপত্র পড়া-- ৯৪ বছর বয়সেও তাঁর শৃঙ্খলা অটুট। শারীরিক অসুবিধার কারণে শালকুমারহাটে যেতে না পারলেও গ্রামের প্রতি তাঁর টান আজও অটুট।

অসুস্থতার জন্য কথা বলতে কষ্ট হলেও তিনি একটি বাক্য স্পষ্ট করে বলেন, মেয়েদের লেখাপড়ায় এগিয়ে দিতে হবে।

গরুর গাড়ির যুগ থেকে আজকের ডিজিটাল যুগ--সময় পাল্টেছে, মেয়েরাও এগিয়েছে, শিলিগুড়িও বদলেছে। কিন্তু চম্পাদেবীর জীবনসংগ্রাম, মূল্যবোধ আর অবিচল অধ্যবসায়-- আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করে।

রাজস্থানী এক পর্দানসীন নারী কিভাবে সমাজের বাধা,কুসংস্কার ও দুঃসময় অতিক্রম করে নিজের পাঁচ কন্যাকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করলেন--চম্পাদেবীর এই গল্প সত্যিই বাংলার নারী শক্তির গৌরবসময় উদাহরন।